

তারিখ...

নং

ভক্তিতত্ত্ব দর্পণ

বা

ভক্তিতত্ত্ব-সার

4151

শ্রীতীর্থনাথ গোস্বামীর দ্বারা-

প্রণীত ও প্রকাশিত।

১ম ভাস্করন।

যদুগনি প্রোছত-

শ্রীনরনাথ গোস্বামীর দ্বারা ছপাইল।

মূল্য ৥০ আঠা আনা।

আল্লামে সাফিউদ্দীন সাদা

আইউআই

তারিখ... ~~১০/১২~~ নং

ভক্তিতত্ত্ব দর্পণ।

বা

ভক্তি তত্ত্ব সার।

৫০২৪/প্রঃ

২৬. ১২. ২২

—:~:—

শ্রীশ্রীধনর সত্র—

শ্রীতীর্থ নাথ গোস্বামীর দ্বারা

প্রণীত আৰু প্রকাশিত।

১ম ভাগ

ইং ১৯২৭ সন।

মোরহাট, ধনবসত্রর যত্নগি প্রেহত - শ্রীনর নাথ গোস্বামীর দ্বারা

ছাপা কৰা হ'ল।

উৎসর্গ ।

শ্রীযুক্তা কনকেশ্বরী বাইটিব ।

তুমি, মই, আরু নুমলীয়া ভূনি—শ্রীমতি-
তিলকান্তি দেব্যা সহিতে একে মাতৃর
গর্ভর পৰা আমি তিনিও জন্ম পালো ।
সংসারব চক্রত পরি তোমালোকে স্ব স্ব
গৃহলৈ গতি করিলা । তুমি মোক সরুতে
যেনেদরে লালন-পালন করি খুঁরাই-ধুঁরাই
কোলাত লৈ একেটা ভাই বুলি-- মোব
কান্দোনেই তোমার কান্দোন, মোব হাঁহ-
নেই তোমার হাঁহোন, সুখত সুখী, দুখত
দুখী, রোগত রোগিণী হৈ যেনে স্নেহ
কবিছিলো, কোনো কোনো মাতৃর পৰাও
তেনে স্নেহ পুত্রে পোরা টান । সেই
অকপট স্নেহ অত্যাধি অক্ষুণ্ণ ভাবে মোক
প্রতি রখাত মাতৃত্বল্য স্নেহর বঞ্চিত
এতিয়ালৈকে নোহোৱাত মই নিজেই

ভাগ্যবান বুলি বিশ্বাস করিলো । কিন্তু;
তোমার সেই স্নেহের ধার মই কোনো
দিনে শুজিব নোবারো । তোমার স্নেহের
ভাই যে এই সংসার আছো তার চিন
স্বরূপে “ভক্তিতত্ত্ব দর্পণ” পুথি খনি লিখি
তোমার পবিত্র নামত উৎসর্গ করিলো ।
॥ ইতি ॥

তোমার স্নেহের ভাই—

শ্রীতীর্থনাথ গোস্বামী ।



পাতনি।

—o::o—

আজি কালি আমার হিন্দু ধর্মের শ্রীলোপইহে আন
ধর্মই শ্রীলোপইহে পাইছে । ইয়ার মূলইহেছে আমার শুদ্ধ
মহা পুরুষীয়া ধর্মের আচার্য্য সকলে শিষ্যক অকপট ভাবে
বেগেতে নার ভক্তির তত্ত্ব শ্রিনি বুজাই দিব নোখোজে
তেনে আবৃত করি থাকোতেই ক্রমশ লোপ পোয়ার দরে
ইহেপরিছে । ভক্তির তত্ত্ব বোঝ বুজিবর নীমিত্তে এনে
এখনি গ্রন্থের অতি আবশ্যক ভাবি ভক্তি তত্ত্ব দর্পণ নামে
পুথি খনি সন্দেহ হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলের মাজত আগ
বঝালো । মোর মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে এই পুথি খনি
ভাল কৈ কেই বার মান পাঠ করি ইয়ার নার কথা শ্রিনি
বুজি ললে নিশ্চয় ভক্তির অঙ্গুর হৃদয়ত মেলি একেরা নহয়
একেরা সজ্জ্ঞানর পোহর পাবই । এই পুথি খনি যেনে
ধরণত লিখিবর কথা আছিল বিদ্যা বুদ্ধি হীন আরু
সময়র নাটনিত পুরা মাত্রা নহল । এই তাক্ষরণত যদি
হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলের আগ্রহ দেখা যায় তেন্তে দ্বিতীয়
তাক্ষরণত আরু লাগতীয়াল কথাতে পরিণত করি সন্দেহ
বাইজর আগত সোধাম বুলি আশা করিলো । [ইতি ।

শ্রীতীর্থ নাথ গোস্বামী ।

ভক্তি তত্ত্ব দর্পণ

বা

ভক্তি তত্ত্ব সাৰ ।

—*—

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরৈশ্চৈব নরোত্তমং ।

দেবী সবস্বতীশ্চৈব ততো জয় মুদীরয়েং ॥

পরম ঈশ্বর ভগবন্ত ২৪ অবতার । তার ভিতরত
কোনো কোনোটি অংশ কোনো কোনোটি কলা ; কিন্তু
শব্দ, চক্র, গদা, পদ্ম, চারি অস্ত্র ধরি ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মোল
কলা পবি পূর্ণ হৈ অবতার হয় । যেতিয়া ধর্ম লোপ হৈ
অধর্মর প্রাকোপ বেচি হয় । তেতিয়াই সাধুক রক্ষা করি
দুষ্কর্ম নাশ করি ধর্ম সংস্থাপন করিবর অর্থে যুগে যুগে
অবতার হমবোলা ঈশ্বরর নিজ মুখব বাক্য ।

যেনে— যদা যদাহি গ্রানির্ভবাতি ভারত ।

অভ্যুত্থান মধর্মস্য তদাত্মনাং সৃজাম্যহম ॥

পরিজ্ঞানায় সাধুনাং বিনাশয়াচ দুষ্কৃতাম ।

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভগবন্তে একাদশ কল্পত উদ্ধরক যি উপদেশ
দিছিল, নারায়ণ রূপে চতুরা ননত বিজ্ঞান প্রদান করিছিল

সেই ধৰ্ম্ম কলিত লুপ্ত হৈ বেদর নানা প্রলোভ পুষ্টিত
কলিকৃত মুগ্ধ হৈ মানুহে যেতিয়া নানা কৰ্ম্ম করি অধো
গতির বাত ধরিব তেতিয়া মই "শঙ্কর" নামে বটদ্রবা
প্রাগত অবতার হৈ চারি যুগর সার, চারি শাস্ত্রর রস বিচার
করি চাই গীতা, ভাগবত, পুরাণ, সংহিতা, যামল ইত্যাদি
বেদ বেদান্তর তত্ত্ব উদ্ধার করি ৮০ বিধ ভক্তির ভিতরত
৯ বিধ, ৯ বিধর ভিতরত ৩ বিধ, তিনি দিধর ভিতরত
এবিধ সার করি শরণ ভজন ভক্তি প্রচার করি সকলো
ধৰ্ম্মর সার হরি গুণ কীর্ত্তন ঠায়ে ঠায়ে প্রচার করিম
বোলা যমরজার আগত ঈশ্বরর নিজ মুখর বাক্য । সেই
ধৰ্ম্মবে পৃথিবীত চাৰি ভাগে বিভক্ত হৈ চাৰি দিশত চারি
জন অবতার হয় । পশ্চিমত শ্রীচৈতন্য, উত্তরত হরিব্রাস,
দক্ষিণত রামানন্দ এইতিনি জনে তিনি দিশত ধৰ্ম্ম প্রকাশ
করিব । মই স্বয়ং "শঙ্কর" নাম ধরি পূব দিশত ধৰ্ম্ম প্রচার
করিম । মোর লগত ১২ বৈষ্ণব, ১৪ পারিষদ, ১২
গোপাল, মালাকার, বেশাকাৰ পর্য্যন্ত অবতার হবগৈ ।
এই বাক্যকে সাম্বল করি দৈবকী হনয়ানন্দ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ
ভগবন্ত আহি ৩কুমুম ভূঞার ঘরত অবতার হোৱা
সম্বন্ধে ৩ বামচরণ ঠাকুর কৃত বর চবিত্রত লিখিছে ।

চরিত্রর পদ ।

কৃতাজ্জলি করি

তহি তে আহয়

ভূতপতি ব্রিনয়ণ ।

তাহাক নম্রোধি, আনন্দিত মনে,
বুলিলা হরিবচন ॥

শুনা জটধর, কহিয়ে সত্বর,
কুসুমর আগে যাই।

তাহান গৃহত, হৈবো অরতার,
কহিলোহো সমুদাই ॥

এই আজ্ঞা করি, তহিতে তেখনে,
ভৈলা হরি অর্যকত।

ঈশ্বরব বাণী, শুনি চক্রে পাণী,
কহিলন্ত কুসুমত ॥

জগত আধার, হৈবে অর তার,
জানিবা তযু গৃহত।

রুদ্রব বচন, শুনি তেতিক্ষণে,
আনন্দ ভৈলা মনত ॥

লভিয়া চেতন, গুণে মনে মনে,
বোলন্ত বব লভিলো।

জানিলো সুস্বপ্ন, ফলিল আমাত,
যিগব পূর্বে দেখিলো ॥

ভার্য্যাক বোলন্ত, শুনিয়ো ঘরিণী,
কহিলন্ত মহেশ্বর।

আমার গৃহত, হৈব অরতার,
জানিলোহো গদাধর ॥

৩ কুম্ভম্ব ঘরত শ্রীশঙ্কর দেব ১৩৭১ শকত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই
 অরতার হয় । সন্তরাম দৈবজ্ঞই প্রাক্ষাত নাম শ্রীশঙ্কর
 থয়, গুণ্ড নাম গঙ্গাধর । এটানুক্রমে মহাপুরুষ, শ্রীশঙ্কর,
 গঙ্গাধর, ডেকাগিরী, অধিকাৰী, সন্ত, মহন্ত, আতা,
 গোমোস্তা, জগন্নাথ এই দশ নামপায় । ঈশ্বর পূর্ণারতার
 প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ শঙ্করকে স্বীকার কৰি তেওঁর বাল্যলীলা,
 ঘটনা বোরত শ্রীকৃষ্ণর লীলারে নৈতে বিজুয়া হৈছে ।
 শঙ্করদেবে চিহ্ন যাত্রা নামে ভারনা করিবর উদ্যোগ
 করি কাঠ অনাই খোলর যোথ আরু কুমারব দ্বাৰা মাটির
 খোল গড়াই খোলর বাজনা সৃষ্টিকরিলে : চিহ্ন যাত্রার
 পট আকি তাত লক্ষ্মী, সবস্বতী, চৌধ পাবীষদ, সাত
 বৈকুণ্ঠদ সাত গোপাল স্থাপি, মুখা সাজি ভাররীয়া ক ভাও
 শিকাই সভা বরত চাৰিতা ভারড়িয়া ৯ টা মটা গায়ন
 বারন বর ধেমালী ভক্ত সকলর সহ নিজে বাগ দি গীত
 গাই ৯ টা খোল একে লগে বজাইছিল । নিজে সূত্র
 ধার হৈ ভারনা পাতি সাত খন বৈকুণ্ঠ দেখাই দিলে ।
 শ্রীশঙ্কর গুরুব এনে মহত সাত বৈকুণ্ঠ স্বরূপ দেখি
 ৩ মহেন্দ্র কন্দলীয়ে শর নলৈছে । আন সকলকো কৈছে—

শুন। কর্ণ পুর চতুভূজ দুয়োজন ।

নরোত্তক বৃদ্ধ তুমি পণ্ডিত গহন ॥

উর্দ্ধ বাহু করি মই কবো অঙ্গীকার ।

শঙ্করত পরে গুরু নাহিকে আমাব ॥

শূদ্র বুলি যিটো পাপী করে তিরস্কার ।

তাহার ব্রাহ্মণ জন্ম আছেক দিকার ॥

মহেন্দ্র কন্দলীব এনে কথা শুনি বিদ্যাবত্ন, কবিরত্ন,
রাম রাম গুরু, চতুর্ভূজ এই সকল ব্রাহ্মণে দৃঢ়ভারে
শঙ্করত পৰণ লবলৈ দৃঢ় সংকল্প করি উপস্থিত হলত
শঙ্করে গোপী উদ্ধর সংবাদ পুথি থাপনা করি ব্রাহ্মণ
সকলক দণ্ডবত করাই শঙ্করে শরণ লগায় । আগেয়ে
এই দেশত অনার্য্য বংশীয় রাজা বিলাকর শাসন কালত
ধর্মর ভাব তেনেই পরিবর্তন ঘটিছিল । বামানয় বা
তান্ত্রিক ধর্মর প্রচাবত মানুষে প্রকৃত ধর্মপথ বিছারি
নেপার দুর্নিপাকর হাত সারিবর নিমিত্তে বৃক্ষ শিলার
আশ্রয় লৈ আচার নীতি ভ্রষ্ট দুর্নিবার দুরাচারী হৈ মদ্য
মাংস সেবা আরু কটা ছিঙ্গা বলি বিধানত দেশময় হৈ
পরিছিল । সেই বাবেই দুষ্টক দমন সন্তক পালনর নিমিত্তে
তেতিয়া ভগবন্ত শ্রীশঙ্কর অবতার হয় ।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র খানি নারদর উপদেশ অনুসারে
মহামুনি ঈশ্বরানুশাসনর দ্বারা রচিত, ই বৈকুণ্ঠর শাস্ত্র;
শুক মুনির দ্বারা পৃথিবীত প্রচার । এই শাস্ত্র খনি ঈশ্বরর
দশ অবতারর নবম অবতার শ্রীক্ষেত্রর শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহা
প্রভুরে মোর অংশে জাত পূব দিশত শ্রীকর নামে এজন
মহাপুরুষ আছে তেওঁক এই শাস্ত্র শোধাই দিয়াগৈ
বোলাত জগদীশ মিশ্রে পূর্ণকৃষ্ণ ভগবন্ত শ্রীশঙ্করে মানি

শ্রীমদ্ভাগবত নি শ্রীশঙ্কর দেবক অর্পণা করে ।

বিশাস্ত্র-নিগম কল্পতরুর্গলিতং ফলং শুক মুখাদ মৃতজব-
সংযুতম ।

পিবত--ভাগবতং রসমালায়ং মুহু রহু রাসিকা ভুবি-
ভাবুকাঃ ॥

ঘোষা--বৈকুণ্ঠব কল্পতরু ভাগবত শাস্ত্র ।

ইহার উত্তম ফল হরি নাম মাত্র ॥

সেই শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত--আরু শ্রীমদ্ভাগবত গীতা
বৃহৎ বিষ্ণু সহস্র নাম সকলো শাস্ত্র মন্থন কবি বৃক্ষ শিলা
জড় পূজার মলনি শুক বুদ্ধ চিদানন্দ হরির নাম গুণ শ্রবন
কীর্তন পাঠ প্রানঙ্গর স্রোতত দেশ প্রাবিত করিলে ।

মাধব দেবর পিতুর নাম "মহোদর" এওঁর নাম আরু
তিনতা আছিল । দীঘল পুরীয়া, গোবিন্দ, আরু বরকনা
গিরী । ১৪১১ শকত বরকনা গিবীর ওঁরনে মনোহাবী
আইব গর্তে শ্রীমন্ত মাধব দেবর জন্ম হয় । এই মাধব
দেবব বাল্য কালর নাম ভরানন্দ আছিল । শঙ্কর দেবর
লগত মাধব দেবে সাক্ষাত করাত ছুইরো বাদত নানা
শাস্ত্র উৎঘাটন নানা যুক্তি প্রদর্শন করি বহুত বাদ করিলে ।
পাছত--

যথা তরুশ্মূল নিষচেনেন তুপ্যন্তিতং ক্ষক ভূজোপ শাখাঃ
প্রণা পহারাক্ষ যথেন্দ্রিয়ানাং, তথাচ শরীরচর্চন মুচ্য
তেজ্যা ॥

যক্ষর মূলত যেন দিলে আনি জল - ।
 হোৱয় ভূপিত্তি তাৰ পত্ৰ পুষ্প ফল ॥
 জলে পাতে নিষ্কে যদি মূলত নেদয় ।
 বদাচিতো ডালে পাতে ভূপিত্তি নহয় ॥
 ক্ষুধাতুৰ নৱে যদি অন্নক ভূঞ্জয় ।
 ভূপিত্তি হোৱয় ইন্দ্ৰিয় অতিশয় ॥
 ভোজন বিহনে পিন্ধে বস্ত্ৰ অলঙ্কাৰ ।
 ইন্দ্ৰিয়ৰ কিছু প্ৰীতি নহয় তাহাৰ ॥
 কৃষ্ণক পূজিলে নমস্তৱে পূজা হয় ।
 পৃথকে পূজিলে পূজা কেহু নলয় ॥

এই শ্লোকটি শুনা মাত্ৰকে শঙ্কৰৰ শুদ্ধ মত কেবল
 কৃষ্ণ দেৱেই উপান্য দেৱতা ইয়াকে নাব কৰি শঙ্কৰত
 শৰন ললে । মাধৱ দেৱ ঘোৰ গোনাণী সেবি শান্ত
 আছিল । শঙ্কৰে নেই দিনাৰ পৰা বঢ়াব পোমাধৱক
 পায় শঙ্কৰ গুৰু পূৰ্ণ হৈছে । শ্ৰীমদ্ভাগৱতৰ সংস্কৃত গীতাৰ
 শৰণ, আৰু সহস্ৰ নামৰ হৰিনাম এই সাৰ বস্তুৱেই মহা
 পুৰুষীয়া ধৰ্ম্মৰ মূল উপাদান । পৰমেশ্বৰক উপাসনা
 কৰি সচিদানন্দ পৰম ব্ৰহ্মক প্ৰাপ্তীয়েই এই পন্থৰ মুখ্য
 উদ্দেশ্য । গুৰুৰ উপদেশ একমাত্ৰ পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম শ্ৰীকৃষ্ণত
 একান্ত শৰণ, সাধু সঙ্গত অব্যভিচাৰি নিগুণা প্ৰেমভক্তিৰ
 সাধন, কৃষ্ণৰ লীলা চৰিত্ৰ আৰু নাম শ্ৰৱণ কীৰ্ত্তনকৰাই
 পৰম পুৰুষাৰ্থ ॥

আদি সত্য যুগে শুদ্ধ ধর্ম এক মাত্র হরি নাম আছিল
 দেবতা সকলর ভোগ মিমিলী অনাহার হোৱাত সকলো
 দেবতাই হরি নাম লুপ্ত করি নানা দেব তার নানা রকমর
 পূজার সৃষ্টি করিলে । সত্য যুগে ধ্যান, ত্রেতাতে
 যজ্ঞ, দ্বাপরতে পূজা আছিল । “কলির ভয়ত ত্রাণ
 হৈ সকলো ধর্ম হরির নামত শরণ লৈ থাকিল । “কলির
 ভয়ত গৈয়া, নামত শরণ লৈয়া, রহিল সমস্ত ধর্ম চর ।”
 এতেকে কলিত নাম কীৰ্ত্তনৰ বাজে যজ্ঞ যাগ একো করিন
 নেলগে । সত্য যুগে ধ্যান, ত্রেতা যুগে যজ্ঞ দ্বাপর যুগে
 পূজা । কলিত হরির কীৰ্ত্তন বিনাই আরব নাহিকে তুচ্ছ ।

শঙ্করদেৱে কীৰ্ত্তন পাষণ্ড মৰ্দনর পদ, দশম নাট, গীত,
 গুণমালা, ইত্যাদি শাস্ত্র লোকর হিতার্থে ছুৰুহ তন্ন
 বিশ্লেষণ কৰি তৰ্ক যুক্তি পূৰ্ণ মনুষ্য বাগ্মিতা দ্বাৰা সংশয়
 ছেদ কৰি লোকক নিজ ধৰ্ম্মলৈ আনি শ্রীভগৱৎ চরণ
 পদজত গতি রাখি হরি কথা শ্রৱন কীৰ্ত্তন কৰোৱাই
 জীৱনর উদ্দেশ্য । মাধৱ দেৱে গীতা ভাগৱত আৰু
 বেদান্ত সার নাম ঘোষা পদত ভাস্কি চৰি ছলয়ি, লেছাৱি
 ঘোষা চণ্ড, শরণ, ভজ্ঞন, কাকুতি, খেদ অমূল্য-গ্রন্থ
 যি ঘোষা পাঠে আব্রাহ্মণ চাণ্ডালাদি সকলেও চিত্ত শুদ্ধি
 হৈ সকলো বেদান্তর উপনিষদাদি পাঠৰ ফল হাতে হাতে
 পায় ।

বিষ্ণু পুৰী সন্ন্যাসীৰ ভক্তির আত্মক রত্নাবলী গ্রন্থ

মূললীত পদ ভাঙ্গি ভক্ত সকলৰ কণ্ঠৰ মালা নামমালিকা,
 গীত, ভটিমা, ভক্তি প্রদীপ, আদি শাস্ত্ৰ রচনা করি হরি
 ভক্তির বন নাম কীর্তনেৰে পৃথিবী ভেদিছিল । শঙ্করদেৱে
 এটানুক্ৰমে কলিত অসংখ্যজীৱ তরনৰ শব্দ মহা পুরুষীয়া
 মহাধৰ্ম্মৰ নাম কীর্তন শৱন, ভজন, ভক্তি প্রচার কৰি
 ধৰ্ম্মৰ উন্নতি আৰু বাহুল্য প্রচাৰৰ হেতু ভক্ত সকলৰ
 ভিতৰত ধৰ্ম্ম রাজ্যতমাত জন ধৰ্ম্ম ধারক আচাৰ্য্য
 পাতিছিল । অনন্তৰ প্রিয় শিষ্য মাধৱক সমস্ত মহাধৰ্ম্মৰ
 ভাৱ অৰ্পন কৰি ১৪৯০ শকৰ ভাদ্ৰ মাহত শুক্লা দ্বিতীয়া
 দিনা বৈকুণ্ঠ গামী হয় । অন্ততঃ মাধৱ দেৱে শঙ্কৰৰ শুক
 ধৰ্ম্ম বাহুল্য ভাবে প্রচার কৰি আৰু বাহুল্যক আশা
 কৰি শিষ্য সকলৰ ভিতৰত প্রধান ১২ জনক ধৰ্ম্মৰ
 আচাৰ্য্য পাতে । বৈকুণ্ঠ পয়ানৰ সময়ত প্রিয় শিষ্য
 ভৱানী পুৰীয়া ৩ শ্ৰীগোপাল আতাক সমস্ত ধৰ্ম্মৰ
 ভাৱ অৰ্পন কৰি ১০৭ বছৰ বয়সত ১৫১৮ শকত ভাদ্ৰ
 মাসত কৃষ্ণ পঞ্চমীত বৈকুণ্ঠ গামী হয় ।

৩ কামেশ্বৰ ভুঞাৰ ঔৰষে বজ্জাদী আইৰ গৰ্ভত
 ১৪৬০ শকত গোপাল আতাৰ জন্ম হয় । গোপাল
 আতাই অনেক বাহুল্য ভাবে মহা পুরুষীয়া শুদ্ধ ধৰ্ম্ম
 প্রচার কৰি আৰু বাহুল্য প্রচাৰৰ অৰ্থে ১২ জনক ধৰ্ম্মৰ
 ভাৱ দি ৭০ বছৰ বয়সত ১৫৩০ শকৰ বৈশাখ মাহৰ শুক্লা
 ষষ্ঠীত বৈকুণ্ঠ গামি হয় । অৰু স্থাপিত ১২ জনাৰ

ভিত্তবত বর যদুগনি দেবক "বর আতা" নাম দি সকলোরে
অগ্রগনি পাতি যায়। যদুগনি দেব ১৪৭৫ শকত জন্ম হয়।

৩ শ্রীশ্রীশঙ্কর দেবর স্থাপিত প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য সকলর
মত্ৰ। শ্রীহরিদেব মনেরি মত্ৰ, শ্রীদামোদর দেবর পাট
বাউনী মত্ৰ, শ্রীশ্রীমাধব দেবর সুন্দরী দিয়া, গনক কুছি,
বর পেটা, আরু ভেলা মত্ৰ। নারায়ণ ঠাকুর জনিয়া
মত্ৰ। হরি দেবর পবা আজ্ঞা পোরা জগন্নাথ দেব—
বৈনাকুছি মত্ৰ, হরি চরণদেব জাগরা মত্ৰ, কৃষ্ণ দেব
চামোরি, নারায়ণদেব পবেনা মত্ৰ

দামোদর দেবর পবা—ভগবান দেব গোবিন্দ পুৰ
মত্ৰ, ভট্টদেব পাট বাউনীত থাকে আরু বাস কুছি মত্ৰ,
হয়। বলদেব বেহার মত্ৰ, বল দেবর পাছত বনমালী
দেব, এট বন মালী দেবর পরা দক্ষিণপাট মত্ৰ হয়।
মত্ৰদেব গঠৈ মারি মত্ৰ হয়।

শ্রী শ্রীমাধব দেবর স্থাপিত ১২ জন।

দামচরণ ঠাকুর সুন্দরী দিয়া মত্ৰ। মথুরাদান—বর
পেটা মত্ৰ। বর ষিষ্ণু আতা, চমবিয়া মত্ৰ, পরিয়া
আঠৈত, হেরামদৈ মত্ৰ। লক্ষ্মি কান্ত আঠৈত, ধোপ
গুরি মত্ৰ। লেচাকিয়া গোবিন্দ ষ্টটা মত্ৰ।
৮ ভরানী পুরীয়া গোপাল আতা ভরানী পুর, কালজার,
পারাতরাল, জোরাবদি, লোরাচুর মত্ৰ স্থাপন কবে।
বংশী-গোপাল বা দেব-গোপাল—দেবেরা পার মত্ৰ।

যত্নমনি আধার, মাহবা, ঘাবমবা, পতিররী মত্ন ।
 শ্রীহরি লাই আতি মত্ন । পদ্মমাতা বা বত্নলাজাতা
 কগলাবাড়ী মত্ন । শ্রীরাম আতাব মত্ন নাই । হরিহর
 আতা মেজোতিয়া মত্ন ।

ভরানী পুরীয়া ৩ শ্রীগোপাল আতার স্থাপিত ১২
 জন্ম ।

রামচরন শ্বেদামোছব মত্ন । শ্রীরাম আহন্ত হুড়ি মত্ন
 বদযত্ন মনি বাৎ৭ বারী মত্ন । সরু যত্নমনি গজনা মত্ন ।
 পুষ্করুতম কাঠ পার মত্ন । সনাতন নগদীয়া মত্ন ।
 মুরারী চবাই বাহি মত্ন । অনিক্কক মায়ামরা মত্ন ।
 নারায়ণ দহবরিয়া মত্ন । পরমানন্দ — হাবুন্দ মত্ন ।
 বামচরন, ইকরাজান মত্ন । দলৈ পো সনাতন উজবীয়া মত্ন ।

৩ শ্রীগোপাল দেবর নাতির পরা ৫ জনার ৫ খন মত্ন
 হয় । যাদবা নন্দ দৌকা চাপরি মত্ন । মাধবানন্দ
 আগন্তুরি মত্ন । দৈরকৌ নন্দন কলাকতা মত্ন । স্বরূপানন্দ
 ধোপা বর মত্ন, আক নাচনি পার । রমানন্দ হেমার বারী
 মত্ন ।

বরযত্নমনি দেবর পুত্র নাতির পরা ৭ খন মত্ন হয় ।
 যত্নমনি দেবর পুত্র সনাতন, বতিকান্ত, শ্রীকান্ত ।
 সনাত দেবর পরা দিহিং মত্ন, বতিকান্ত দেব আদি
 বংশ বাড়ীতে থাকে, শ্রীকান্তদেব নগাটি মত্ন হয় ।
 বতিকান্ত দেবর পুত্র উদিত বাস । উদিত বাস দেবর

পুত্র ৫ জন, তার ভিতরত গিরি ধর দেব ধলর সত্র, কাম দেবর আদি বাংশ বাড়ী সত্র, নববর দেব তৈল্য পানি সত্র, জগধর দেব, শরমরা সত্র। মুক্ষদেব লেংদি সত্র

বর ষড়ুমনিদেবর আজ্ঞাপোরা সত্র —

রামাই চেছা সত্র, আনিক্ক কাংস পার সত্র, কানাই জুরকটা সত্র। অনুপাম মহরীয়াল সত্র — (ব্রাহ্মন)

রমাইর পরা মৈরা মরা, বুদবারী, বারেধর, কাটনি, কুরদৈ গুবি আদি জকাই সত্র হয়।

আহত গুরি শ্রীরাম আতাৰ আজ্ঞাপর ধাপ কটা, ভাত নুরাল, নাইর বটিয়া, ধোঞা পদ্দিয়া।

নরু ষড়ুমনি দেব গজলার আজ্ঞাপর মদার গুরি, পুষ্টি পঢ়া, মোনারি পার, আমতলা, এই চারি খন সত্র হয়।

বর বারে জন।

৩ শ্রীপুরুষত্তম ঠাকুর দেবর আজ্ঞাপর।—

শ্রীকৃষ্ণ বা বাপুকৃষ্ণর পরা এলোঙ্গি সত্র হয়। এখের পুত্র পৌত্রানু ক্রমে লেটুধ গাওঁ, মদারগুবি, তকৌ বারী আদি আরু কেখন মান সত্র বুদ্ধি হয়। হরিচরন শাওঁ কুছি সত্র, কমললোচন কাঠ বাপু বা কাঠর সত্র, নুরারী বেঙ্গেনা আতি, কৃষ্ণ চবন চুপহা সত্র, কমললোচন থকরী-য়াল সত্র, কেশর করতুঙ্গ সত্র, গোপীনাথ চেকেরা তনি,

বাসুদেব চতুর্বিয়া সত্র, বাম কৃষ্ণ গোমোঠা সত্র, ভাগতির
পো পরমানন্দ বতন পুর সত্র, পবন্তুরাম পুনিয়া সত্র আর
ফুলবাড়ী সত্র হয় ।

সরু বাব জন ।

৩ শ্রীচতুর্ভূজ ঠাকুর দেবর আজ্ঞা পর ।

দেউরাম বরগাওঁ সত্র, জয় কৃষ্ণ খেরকটিয়া সত্র, জয়কানাই
গোভির সত্র, গোপীনাথ-কায়ে মারি সত্র, যুবুন্দ হালধি
আটি সত্র, রত্নাকর শলগুরি সত্র, গোবিন্দ বিহাস
পুর সত্র, বামভদ্র নাছনি পার সত্র, কানাই চুড়াপার
সত্র, কানু উজনিয়া সত্র, সনাতন বেলপিরিয়া সত্র ।
কৃষ্ণ ঘরকটিয়া সত্র ।

৩ শ্রীবংশী-গোপাল দেবর পরা বড়া সত্র-

মিশ্রদেব-কুরুবাহী সত্র, জয়হরি দেব বা লক্ষ্মিকান্ত
গড় মূব সত্র, কৃষ্ণ চন্দ্র ডিকলু সত্র, নিরঞ্জন দেব বা নিবঞ্জম
পাঠক - আটনী আটী সত্র, লক্ষ্মী দেব দেবেয়া পার সত্র,
অর্জুন দেব-নচাপরি সত্র, গতিদেব শ্রবনী সত্র, হরি
গরপুন্সুরায়া সত্র, দামোদর-জখল। বন্ধা সত্র ।

চতুর্ভূজ ঠাকুর দেবর ভগ গোবিন্দ প্রিয়াব গর্ভ
রাম গতি চৌধুরী পুত্র দামোদর, সেই দামোদর স্থাপিত
১২ জন -

রাম চরন কোপাতি সত্র, বতিকান্ত নেপালি সত্র, গোপী
কান্ত মলতিয়াল সত্র, রঘুপতি লক্ষীপুর সত্র, হরিচরণ

মিঠি মি আটি সত্র, পরমানন্দ কথোর গ্রাম, রাম গোভন—
নাচপার সত্র, হরি গতি—করতি সত্র, কৃষ্ণ—শাল মরিয়া
সত্র, কৃষ্ণ গহন—পশাড়ি দিয়া, পরমানন্দ বটর গঞা সত্র,
জয় গোবিন্দ—গমতিয়া সত্র ।

শঙ্করদেবর পুত্র হরিচরণ ঠাকুরর পুত্র চতুর্ভুজ ঠাকুরর
ভগ্নিক বড়ুবা চৌধুরীত নিয়া দিলে, তেওঁরে পুত্র দামো-
দর, দামোদরর পুত্র বামাকান্ত, সেই বামাকান্তর পরা
নরোরা সত্র হয় ।

পুরুবৃত্তম ঠাকুরর কন্যাক নিরঞ্জন চৌধুরীলৈ বিয়া দিলে,
তেওঁর পুত্র চক্রপানী, নারেন্দ্র পানী, চক্র পানীর পবা চাম
গুরি, নারেন্দ্র পানীর পবা দীঘলী সত্র হয় ।

ববঠাকুরর কন্যা সুভদ্রাক রাম গতিলৈ বিবাহ দিয়ে
তেওঁর পুত্র অনন্তরাম, সেই অনন্ত বামেই শলগুরি সত্র
হয় । তেওঁবে সরুজনা ভাষ্যার পুত্রর পরা কোরা সরা
সত্র হয় ।

৩ শ্রীশঙ্কর দেবর দিবসত সংহতি বিভাগ হোরা
নাছিল ।

শঙ্করস্তু মতে সমাক ত্রিধা ভেদো ভবিষ্যতি ।

ব্রহ্ম সংহতিকা কেচিৎ পুরুষঃ সংহতি স্থখা ।

কাল সংহতিকা চৈব ভগবত পাদ নোদকা ॥

৩ শ্রীমাধব দেবর দিবসর পরা ত্রিনি সংহতি মতে বি
সংহতির যি গরাকী সেই মতেই মাধবদেবের বিভাগি দিছে ।

পূর্বে এই ধর্ম শ্রীনারায়ণ পূর্ণ কৃষ্ণ ভগবন্তে যত বার
আগত প্রকাশ করিছিল এই ধর্ম যিহি লগ হৈ গুরু শিষ্য
শুনিছিল সেই অংশেই সেই শিষ্য সেই গুরু উভয়ে সঙ্গ হৈ
অবতার ধরি ধর্ম প্রবর্ত্তায়া অনুসারেই সংহতি বিভাগ
হয় । ধর্মের সম্বন্ধে শিষ্য গুরু উভয়ে সঙ্গ হৈ তাহি
ধর্ম প্রচার করাকে “সংহতি” বোলে । “সংহতি কার্য্য
সাধিকা” সঙ্গ নহলে কোনো কায্য নহয়— সেই বাবেই
পূর্বেই কলিত ধর্ম কার্য্য সাধিবর নিমিত্তে সঙ্গ হৈ অহাই
সংহতি ॥

সনক সনন্দ আদি চারি সিদ্ধক শ্রীনারায়ণে বি
ভক্তির তত্ত্ব শিক্ষা দিছিল ব্রহ্মার পুত্র সেই চারি সিদ্ধে
চারিযো চারিব সঙ্গ হৈ তাহি অবতার হৈ শঙ্কর মাধব
দেবত ধর্ম ধরিছে । কৃষ্ণদেবক দেবতা বোধে ভাগবতত
কাষ্ঠা দেখাই যি ধর্ম প্রবর্ত্তাইছে; সেই ব্রহ্ম সংহতি ।
আর ব্রহ্মারপুত্র বাবে ব্রহ্ম সংহতি । (চারি সত্রিয়া সকল)

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণভগবন্তই শ্রীশঙ্করদেব মহাপুরুষ অবতার
হয় । পূর্বে পূর্ণকৃষ্ণ ভগবন্তে পদ্মবল্লভ বি ভক্তির তত্ত্ব
কৈছিল সেই ভক্তি ভ্রোতা চারিজন সঙ্গীতই মাধবদেবে
নামত কাষ্ঠায়ে কৃষ্ণদেবক দেবতা বোধে যি ভক্তি
প্রবর্ত্তাইছে সেয়ে পুরুষ সংহতি । পুরুষসুতম ঠাকুর,
নারায়ণ দাস ইত্যাদি ।

অনন্ত শয্যাত পূর্ণকৃষ্ণ বা কাল কৃষ্ণই পাতাল পুরত

মিচিগি আটি সত্র, পরমানন্দ কথোর গ্রাম, রাম গোভন—
নাচপার সত্র, হরি গতি—করতি সত্র, কৃষ্ণ—শাল মরিয়া
সত্র, কৃষ্ণ গহন—পলাটি দিয়া, পরমানন্দ বটর গঞা সত্র,
জয় গোবিন্দ—গমতিয়া সত্র ।

শঙ্করদেবর পুত্র হবিচরণ ঠাকুরর পুত্র চতুর্ভুজ ঠাকুরর
ভয়িক বড়ুবা চৌধুরীত বিয়া দিলে, তেওঁরে পুত্র দামো-
দর, দামোদরর পুত্র বামাকান্ত, সেই রামাকান্তর পরা
গরোরী সত্র হয় ।

পুরষুত্তম ঠাকুরর কন্যাক নিরঞ্জন চৌধুরীলৈ বিয়া দিলে,
তেওঁর পুত্র চক্রপানী, সারেস পানী, চক্রপানীর পরা চাম
গুরি, সারেস পানীর পরা দীঘলী সত্র হয় ।

ববঠাকুরর কন্যা সুভদ্রাক রাম গতিলৈ বিবাহ দিয়ে
তেওঁর পুত্র অনন্তরাম, সেই অনন্ত বামেই শলগুরি সত্র
হয় । তেওঁবে সরুজনা ভাষ্যার পুত্রর পরা কোরা সরা
সত্র হয় ।

৩ শ্রীশঙ্কর দেবর দিবসত সংহতি বিভাগ হোরা
নাছিল ।

শঙ্করস্তু মতে সম্যক ত্রিধা ভেদো ভবিষ্যতি ।

ব্রহ্ম সংহতিকা কেচিৎ পুরুষঃ সংহতি স্থখা ।

কাল সংহতিকা চৈব ভগবত পাদ সেনকা ॥

৩ শ্রীমাদ্র দেবর দিবসর পরা তিনি সংহতি মতে বি
সংহতির বি গরাকী সেই মতেই মাদবদেবের বিভাগি দিছে ।

পূর্বে এই ধর্ম শ্রীনারায়ণ পূর্ণ কৃষ্ণ ভগবন্তে যত মার
আগত প্রকাশ করিছিল এই ধর্ম যিহি লগ হৈ গুরু শিষ্যে
শুনিছিল সেই অংশেই সেই শিষ্য সেই গুরু উভয়ে সঙ্গ হৈ
অবতার ধরি ধর্ম প্রবর্ত্তা বা অনুসারেই সংহতি বিভাগ
হয় । ধর্মের সম্বন্ধে শিষ্য গুরু উভয়ে সঙ্গ হৈ আহি
ধর্ম প্রচার করাকে "সংহতি" বোলে । "সংহতি কার্য
সাধিকা" সঙ্গ নহলে কোনো কাৰ্য্য নহয়— সেই বাবেই
পূর্বেই কলিত ধর্ম কার্য্য সাধিবর নিমিত্তে সঙ্গ হৈ অহাই
সংহতি ॥

মনক মনন্দ আদি চারি সিদ্ধক শ্রীনারায়ণে বি
ভক্তির তত্ত্ব শিক্ষা দিছিল ব্রহ্মার পুত্র সেই চারি সিদ্ধে
চারিযো চারিব সঙ্গ হৈ আহি অবতার হৈ শঙ্কর মাধব
দেবত ধর্ম ধরিছে । কৃষ্ণদেবক দেবতা বোধে ভাগবতত
কাষ্ঠা দেখাই যি ধর্ম প্রবর্ত্তাইছে; সেই ব্রহ্ম সংহতি ।
আর ব্রহ্মারপুত্র বাবে ব্রহ্ম সংহতি । (চারি মত্ৰিয়া সকল)

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণভগবন্তই শ্রীশঙ্করদেব মহাপুরুষ অবতার
হয় । পূর্বে পূর্ণকৃষ্ণ ভগবন্তে পদ্মবল্লভ যি ভক্তির তত্ত্ব
কৈছিল সেই ভক্তি ভ্রোতা চারিজন সঙ্গী হৈ মাধবদেবে
নামত কাষ্ঠায়ে কৃষ্ণদেবক দেবতা বোধে যি ভক্তি
প্রবর্ত্তাইছে সেয়ে পুরুষ সংহতি । পুরুষদ্বয় ঠাকুর,
নারায়ণ দাগ ইত্যাদি ।

অনন্ত শয্যাত পূর্ণকৃষ্ণ বা কাল কৃষ্ণই পাতাল পুরত

যি ভক্তির তত্ত্ব কৈছিল, সেই ভক্তি তত্ত্ব শ্রোতা ৪ জন
মঙ্গর নক্ষি হৈ গোপাল আত্মা ভক্তি লভিছে । গোপাল
আত্মা সেই কাল পুরর পূর্ণ কৃষ্ণই গোপাল আত্মাত হৈ
কৃষ্ণ দেবক দেবতা বোধে গুরুত কাষ্ঠা দেখাই যি ভক্তি
প্রার্থ্যাইছে সেয়ে কালসংহতি । বন যতুমনি, শ্রী রাম আ
ত্মা ইত্যাদি । এই তিনি সংহতিয়েই মূল ।

আচার বারহান নীতি সদাচার বক্ষার নিমিত্তে মাধব
দেবর দিবস ত নিকা সংহতি সৃষ্টি হয় । “বোহিনী তনয়ে
ভানি মাধবো নামঃ কলৌ ।” বোহিনীর পুত্র বলভদ্র
অয়ং আতি মাধব দেব অবতার হয় । আচার, নীতি সদ্
সদাচার মহলে ভক্তির অঙ্গ পূর্ণ বা ভক্তি সিদ্ধিহয়
সেই বাবেই মাধবদেবে নিকা সংহতি সৃষ্টি করিলে । বহু
লাআত্মা গণনা দান ইত্যাদি নিকা সংহতি ।

ঈশ্বরব সত্ত্ব, রক্ষ তম তিনি গুণ । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র রূপে
এই তিনি গুণেতে অঙ্গন, পালন, সংহারন হয় । মহাপুরু
ষীয়া ধর্ম্মর সৃষ্টি-টা তিনি গুণে তিনি সংহতি, যেনে ব্রহ্ম,
পুরুষ, কাল, এই তিনি সংহতিতে ধর্ম্ম প্রার্থিত হয় । নাম
গুরু দেব ভকত বা ভাগরত চারিটি সংহতির ৪ কাষ্ঠা ।
যেই সেই সংহতিয়েই এই চারি বিধ পরিত্যাগ করিব নো-
রারে । নাম গুরু দেব ভকত ভাগরত ভক্তি মার্গত স-
কলোরে প্রয়োজন, মহলে ভক্তি পূর্ণ নয় । চারিও সং
হতিত ইমানকে পৃথক দেখা যায় যে বার যি কাষ্ঠা সেই

কাষ্ঠা অনুসারে আগাপছ করে । ভাগবত বা ভকতত কাষ্ঠাত ভকত ভাগবতক আগ কবে, নামত কাষ্ঠাব নাম আগ, গুরুত কাষ্ঠার গুরু আগ, সংহতি অনুসারে আগ পাছ মাত্র, এই চারি বস্তুক কোনেও এরিব নোৱাৰে ।

জন্ম মাএই মানুহে বালা, যুবা, বৃদ্ধ এই তিনটা অ-বস্থা প্রাপ্ত হবই লাগিব । এই তিনি অবস্থা প্রাপ্তনহৈ আধা বয়সত মৃত্যু হলে তার জন্ম পূর্ণ নহয় । ভক্তিপন্থ টো ব্রহ্ম, পুরুষ, কাল এই টিটি নহলে ভক্তি পূর্ণ নহয়; যেনে কাল সংহতিব গুরুত কাষ্ঠা কিন্তু গুরু নহলে ভক্তি সিদ্ধি কারো নহয় ।

এই তিনি সংহতির তিনি সম্প্রদা অনুসারে ভক্তি হৈছে । যেনে শ্রীনারায়নে ব্রহ্মাক চাবিটি শ্লোকেবে ভক্তি কৈছে, ব্রহ্মায় নারদক ছয়টি শ্লোকেবে কৈছে, নারদে ব্যাসক ৮ টী শ্লোকেবে কৈছে, ব্যাসে শুকক ১০ শ্লোকেবে কৈছে, শুকে পরিক্ষীতক ১২ শ্লোকেবে কৈছে । এই বার শ্লোকে ১২ কহু ভাগবত, এইয়ে নারদী সম্প্রদা, ব্রহ্মায় নারদক কোৱাব বাবে বিৱিকি সম্প্রদাও বোলে ।

ব্রহ্মার আগত যেতিয়া শ্রীনারায়নে কয়্ তেতিয়া এই কথা অনন্তই শুনিলে, অনন্তে চাৰি সিদ্ধক কলে । চাৰি নিকে সাংখ্যায়নক কলে, সাংখ্যায়নে দ্বৈপায়নক কলে দ্বৈপায়নে বিদুৰক কলে, এইয়ে পাতালি সম্প্রদা অনন্তে চাৰিসিদ্ধক কোৱার বাবে অনন্তি সম্প্রদাও বোলে ।

যি ভক্তির তত্ত্ব কৈছিল, সেই ভক্তি তত্ত্ব শ্রোতা ৪ জন
সঙ্গর নক্ষি হৈ গোপাল আত্ম ভক্তি লভিছে। গোপাল
আত্ম সেই কাল পুনর পূর্ণ কৃষ্ণই গোপাল অন্তর হৈ
কৃষ্ণ দেবক দেবতা গোপে গুরুত কাষ্ঠা দেখাই যি ভক্তি
প্রবর্তাইছে সেয়ে কালসংহতি। বন যতুমনি, জীরায আ
তা ইত্যাদি। এই তিনি সংহতিমেই মূল।

আচার বারহান নীতি সদাচার বক্ষার নিমিত্তে মাধব
দেবর দিবস ত নিকা সংহতি সৃষ্টি হয়। “বোহিনী তনয়ে
ভানি মাধবো নামঃ কালো।” বোহিনীর পুত্র বলভদ্র
অয়ং আদি মাধব দেব অন্তর হয়। আচার, নীতি সদা
সদাচার নহলে ভক্তির অক্ষ পূর্ণতা ভক্তি সিদ্ধি নহয়
সেই বাবেই মাধবদেবে নিকা সংহতি সৃষ্টি করিলে। বহু
লাআত্ম মপুনা দান ইত্যাদি নিকা সংহতি।

ঈশ্বরব সত্ত্ব, রজ্জ্ব কম শ্রি গুণ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র রূপে
এই তিনি গুণেত অক্ষয়, পালন, সংহারন হয়। মহাপুরু
ষীয়া ধর্ম্মর সৃষ্টিটা শ্রি গুণে হিনি সংহতি, সেনে ব্রহ্ম,
পুরুষ, কাল, এই তিনি সংহতিতে ধর্ম্ম প্রবর্তিত হয়। নাম
গুরু দেব ভকত বা ভাগরত চারিটি সংহতির ৪ কাষ্ঠা।
যেই সেই সংহতিয়েই এই চারি বিধ পরিত্যাগ করিব নো-
বারে। নাম গুরু দেব ভকত ভাগরত ভক্তি মার্গত স-
কলোরে প্রয়োজন, নহলে ভক্তি পূর্ণ নহয়। চারিও সং
হতিত ইমানকে পৃথক দেখা যায় যে বার যি কাষ্ঠা সেই

কাষ্ঠা অনুসারে আগাপছ করে । ভাগবত বা ভকতত কাষ্ঠাত ভকত ভাগবতক আগ কবে, নামত কাষ্ঠাব নাম আগ, গুরুত কাষ্ঠার গুরু আগ, সংহতি অনুসারে আগ পাছ মাত্র, এই চারি বস্তুক কোনেও এরিব নোয়ারে ।

জন্ম মাএই মানুহে বাল্য, যুবা, বৃদ্ধ এই তিনটা অবস্থা প্রাপ্ত হবই লাগিব । এইতিনি অবস্থা প্রাপ্তনহৈ আধা বয়সত মূঢ় হলে তার জন্ম পূর্ণ নহয় । ভক্তিপন্থ টো ব্রহ্ম, পুরুষ, কাল এই টিটি নহলে ভক্তি পূর্ণ নহয়; যেনে কাল সংহতিব গুরুত কাষ্ঠা কিন্তু গুরু নহলে ভক্তি সিদ্ধি কারো নহয় ।

এই তিনি সংহতির তিনি সম্প্রদা অনুসারে ভক্তি হৈছে । যেনে শ্রীনারায়নে ব্রহ্মাক চারিটি শ্লোকেবে ভক্তি কৈছে, ব্রহ্মায় নারদক ছয়টি শ্লোকেবে কৈছে, নারদে ব্যাসক ৮ টি শ্লোকেবে কৈছে, ব্যাসে শুকক ১০ শ্লোকেবে কৈছে, শুকে পরিক্ষীতক ১২ শ্লোকেবে কৈছে । এই বার শ্লোকে ১২ কন্ধ ভাগবত, এইয়ে নারদী সম্প্রদা, ব্রহ্মায় নারদক কোরাব বাবে বিরিকি সম্প্রদাও বোলে ।

ব্রহ্মার আগত যেতিয়া শ্রীনারায়নে কয়্ তেতিয়া এই কথা অনন্তই শুনিলে, অনন্তে চারি সিদ্ধক কলে । চারি সিদ্ধে সাংশায়নক কলে, সাংশায়নে দ্বৈপায়নক কলে, দ্বৈপায়নে বিদুৰক কলে, এইয়ে পাতালি সম্প্রদা অনন্তে চারিসিদ্ধক কোরাব বাবে অনন্তি সম্প্রদাও বোলে ।

হংসনারায়নে শিবক কলে, শিবই পার্শ্বতীক কলে,
 পার্শ্বতীয়ে নন্দীভূঙ্গিক কলে, নন্দীভূঙ্গিয়ে বালখিল্য
 ঋষি সকলক কলে, ঋষি সকলে পত্নীসকলক কলে, সেই
 ভাগকে স্মৃতে নৈমিষারন্যত ২৮ শ সহস্র ঋষিক কলে,
 এইয়ে শিব সম্প্রদা ।

এই তিনি সম্প্রদায়ব ধর্ম ধারী আরু চারিও সংহতিত
 বিমান সমুদ্র আছে সকলোরে মিলি এটকা মহন্ত হয় ।



দ্বিতীয়

অরোপি নন ব্যয়ত্বা ভুতানামপি স্বরো পিনন ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় নমস্তবামাত্ম মায়য়া ॥

ঈশ্বর কৃষ্ণই গীতাত কৈছে মই জন্ম রহিত, গোটেই
জগতর ঈশ্বর হৈয়ে। প্রকৃতির আশ্রয়ত দেহ ধারণ কবি
অরতার হও ।

জন্ম কৰ্ম্মচ মে দিবা মেবং যো বেতি তত্ত্বতঃ ।

ত্যাক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি নৌহঙ্কু'ন ॥

মোর স্ব ইচ্ছায় জন্ম ধরা, অলৌকিক ধৰ্ম্ম পালন রূপ
কৰ্ম্মবোর যি যথার্থ রূপে জানিব পারে তেওঁর পুনর জন্ম
নহয়, তেওঁ মোক পায় মুক্ত লাভ করে । এতেকে যি
সকলে পুনঃ জন্ম নধরি সদগতি লাভর কামনা করে নেই
সকলে ঈশ্বর অরতারব সকলো জন্ম কৰ্ম্ম লীলা বিশেষ
রূপে জ্ঞাত থাকিব লাগে নেয়ে নহলে মুক্ত লাভ কবির
নোয়ারে ।

শ্রেয়ান স্বধৰ্ম্মো বিগুণঃ পরধৰ্ম্ম স্ননুষ্টিতাৎ ।

স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয় পরধৰ্ম্মো ভয়া বহ ॥

পরধৰ্ম্ম যদি সুন্দর রূপে প্রতি স্থিত হয় আর স্বধৰ্ম্মর
যদি কোনো আঙ্গহিনো হয় তথাপি স্বধৰ্ম্মক বিশ্বাস
করিব । স্বধৰ্ম্মত থাকি মৃত্যু হলে সদগতি পায় ।
পর ধৰ্ম্মত মৃত্যু হলে নরক গামি হয় ।

শঙ্কর দেবর শুদ্ধ সনাতন ধৰ্ম্মত এক দেউ এক

নেউ একবিনে নাই কেউ, একমাত্র ঈশ্বর ত শরণর বাজে
জান নাই ।

ঘোষা-একখনি মাত্র শাস্ত্র নিষ্ট, দৈবকী নন্দনে কৈলেকাক
দেবো এক মাত্র দৈবকী দেবীর স্তুত ।

দৈবকী পুত্রর পদ মেবা, কর্শো এক মানে এহি মাত্র,
মন্ত্ৰো এক মাত্র তান নাম অদভুত ॥

এতেকে কৃষ্ণ দেবত বাজে আনদের আরু নাই । যি
অন্য দেবতাক বিশ্বাস কনি আন ধর্মর মন্ত্ৰ গ্রহণ কবে
তার গতি লাভ নহয় । মনুষ্যর স্বধর্ম কৃষ্ণ দেবক দেবতা
বোধে কৃষ্ণর নামলৈ গুরুত শরণ ভজন ভক্তি পরমার্থ
বিচার করি লোরা । ঈশ্বরে কৈছে-

সর্ব ধর্ম্মান পরিত্যাগ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং তাং সর্ব পাপেভ্যো মুক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ
সকলো ধর্ম্ম পরিত্যাগ করি কেবল মাত্র যোর শরণ লোরা
তেতিয়া তোমাক সকলো পাপর পরা রক্ষা করি মুক্ষ
দিম । কিন্তু এতিয়া কৃষ্ণক পোরা নেযায়, গুরুতে কৃষ্ণর
রূপ ধ্যান করি, গুরুকেই কৃষ্ণ ভাবি শরণ ললেই ঈশ্বর
সকলই পাপর পরা পরিত্রান করিব । সেইবানে সকলো
ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করি শঙ্করদেবে শরণকে সার করি ধ-
র্ম্মাচার্য্য গুরু সকলত শরণ দিয়ার ভার অর্পণ করি যায় ।
সেই উপলক্ষে প্রথমতে গুরুত শরণ লয় সেই শরণীয়া
গুরুকে দৃঢ় ভক্তি বাধিলে মৃত্যু সময়ত ভর সাগর পার

কবিবর কারণে গুরুরূপে ভগবন্তু আহি কাঙারি হৈ পাব-
করে ।

পুরুষোত্তমর প্রেম, ভক্তি সুখক মাত্র-
নিখর কবিল বিটোজন ।

শরণ কালর পরা, বিধির কিস্কর গুছি,
করে সদা শ্রবন কীৰ্ত্তন ।

ভগবন্তু প্রতি প্রীতিভক্তির সুখক বি জনে সার মানি
গুরুত শরণ লয়, সেইদিনার পরা লিখনর পরাও মুক্ত হৈ
হরি নাম শ্রবন কীৰ্ত্তন কবি হরি পনামন হব পারে ।

গুরুকে হরি, নিত্য নিরঞ্জন রাম, কৃষ্ণ, অভয় চরণ ভাবি
তিনি সত্য করি নগ্ন বাব দণ্ডরত হৈ গুরুর মুখে কৃষ্ণ মন্ত্র
গ্রহণ নকরিলে মনুষ্য শরীর পবিত্র নহয় এতেকে মনুষ্য
মাত্রেই গুরুত শরণ লব লাগে । শরণ নহলে ঈশ্বরে তার
জব্য গ্রহণ নকরে । তার প্রমান নারদ মহর্ষি হৈয়ো কৃষ্ণ
মন্ত্র গ্রহণ নকরালকে অশুচি আছিল । অনরণীয়া নারদক
দেখি চাণালিনীয়ে গুরু মুর এটা দি অন্নক ধাকন দিছিল ।

এরাঁ যটর জল যেনেকৈ অবি যায় শরণ হীন মনুষ্য-
রো তেনেকৈ সকলো ধর্ম নষ্ট পায় । কায় বাক্য মনে
গুরু মুখে কৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করি এক কৃষ্ণ দেবক আশ্রয়
লোৱাকে শরণ বোলে ।

শরণ তিনি বিধ যেনে প্রথম, মধ্যম, আক উত্তম । আন
ধর্ম, আনদের, আন তার্থত বিশ্বাস এরি এক কৃষ্ণ দেবক

আশ্রয় করিলে তাকে প্রথম শরণ বোলে । গো মহিষ
ধন জন পুত্র দাবাদি সকলোকে ঈশ্বরত অর্পণা করি কৃষ্ণক
আশ্রয় করিলে তাকে মধ্যম শরণ বোলে । সকলো আশা
দূঢ় করি এক মাত্র ঈশ্বরত চিত্ত দিড় করি সংসার আসার
জ্ঞান করাকে উত্তম শরণ বোলে । উত্তম সরণীয়া ভক্তে
তিনিও ভুবন পবিত্র করিব পারে । ইয়ার ফল ৩ শ্রীমাদ্ধর
দেবে লেখিছে ।

হরিচরণত শরণ লৈলো
মানবী জন্ম সাফল কৈলো
গোপাল গোবিন্দ যজ্ঞানন্দন
কৃষ্ণ চরণে লৈলো শরণ ।
রাঘবর অভয় চরণে,
নতো নতো পশিলো শরণে ।
হরি ও হরি চরণে লাগো ।
অভয় চরণে শরণ মাগো ।
রাম রঘু পতি রঘুনন্দন
তোমার চরণে লৈলো শরণ

গুরুর ওছরত যাক লৈ এই মানবী জন্ম সাফল
করিব পারে মেয়ে শরণ । শরণ নহলে গতি পাব
নোরাবে । শরণ চারিটি-গুরুত শরণ, নামত শরণ, ভক্ত
ত শরণ । দেবত শরণ শরণীয়া । গুরু শিষ্য উভয়ে পবি-
চয় হলে জীৱ গুটি শিব হয় আর শিষ্য গুরু দুইরো একে

কায় গুরু পরমাত্মা, বিনা জীৱ আত্মাক্রপৌ হোৱাকে উত্তম শরণ বোলে এনে শরণত জীৱৰ পুন জন্ম নহয় ।

ইয়াৰ বাজে মাটিৰা শিলৰ প্ৰতিমাক ইশ্বৰ বুদ্ধি কৰি পূজা কৰা ভুল হয় । শঙ্কৰ দেৱে কীৰ্ত্তনৰ ধ্যান বৰ্ণত ধ্যানৰ বিষয়ে যি বিৱৰণ লেখিছে সি মাত্ৰ মানসিক ধ্যানহে । ইশ্বৰ চিত্তাৰ কাৰণে প্ৰথমে এটি ৰূপ চিত্তা কৰিব লাগে যেনে—ভাই মুখে বোলা ৰাম হৃদয়ে ধৰা ৰূপ এতেকে মুকুতি পাইবা কহিলো অৰূপ । অজ্ঞান লোক সমূহক ব্ৰহ্মজ্ঞান দিবৰ অৰ্থে ব্ৰহ্মৰ ৰূপ বৰ্ণনা কৰি এনে জ্ঞান শিক্ষা দিছিল কিন্তু শিলৰ মাটিৰ ৰূপ প্ৰতিমাক তেনে ধ্যান কৰিবলৈ নহয় ।

অব্যক্ত ইশ্বৰ হরি, কিমতে পূজিবো তাক,
ব্যাপকত কিবা বিগৰ্জন ।

এতাৱন্ত মূৰ্ত্তি শূণ্য, কেন মতে চিন্তি বাহ্য,
ৰাম বুলি গুঢ় কৰা মন ।

এই ঘোষাৰ দ্বাৰা নমষ্ট বুদ্ধি যাব যে কেৱল নাম কীৰ্ত্তনৰ বাজে মূৰ্ত্তিও উপাসনাদি বৰ্জিত । ইশ্বৰ নি-
ৰাকার, নিৰ্ৰিকাব চৈতন্য স্বৰূপ কেৱল ভক্তৰ নিমিত্তে
তেওঁ সাকার আৰু শূণ্য । নহলে অল্প বুদ্ধি মানুহে
নিৰাকার নিগুণ ব্ৰহ্মক ধাৰণা কৰিব নোৱাৰে । ইশ্বৰ
নিৰাকার বুলিও একে বাৰে শূণ্য নহয় । শাস্ত্ৰ মতেও
তেওঁৰ ৰূপ আছে কিন্তু ধৰ্ম চক্ষুৱে তাকে দেখা পাব

নোহায়ে। সাধুব সঙ্গত অন্তর তন্ময় হৈ ভক্তিত দিব্য
চক্ষু মেল খালহে এই রূপ দর্শন করা যায় ।

দেবতা সকলর পূজা লুপ্ত হোৱাতে তেওঁ বোলাকে
খাবলৈ নেপায় ঈশ্বৰক তুতি মিত্তি কৰাত নাৰায়ণে
শিবর দ্বাৰাই আগম শাস্ত্র খানি কৰাই অবিদ্যা ক্লেশ জীৱ
দ্বিলাকক সংসারত লুপ্ত কৰিবৰ কৰণে আৰু দেবতা সক-
লর পূজা কৰাবৰ নিমিত্তেই তন্ত্ৰ শাস্ত্র সৃষ্টি কৰে । সেই
বাবেই অনাবশ্য কৰ্ম্ম সোম, বোগ, যাগ পূজা আদি নানা
কৰ্ম্মত্যাগ কৰি কেৱল ভক্তিকে " সঙ্গৰ মাধৱ দেৱে"
শ্রেষ্ঠ কৰি ঘোষাত লিখিছে । যেনে—

কেৱল ভক্তি, পুৰুষক তাৰে

সহায় কাকো নচাৰে ।

জ্ঞান কৰ্ম্ম যোগে, তাৰিতে নপাৰে

ভক্তি নপাৰে যাৰে ।

একাদশ স্কন্ধত লিখিছে—

মই বিনে বেদে কিছু জ্ঞান নব খানে ।

চাৰিও বেদর তত্ত্ব অৰ্থ এহি মানে ॥

যাৱ যেন গতি কৰে বেদক বাখ্যান ।

নিজ ধৰ্ম্ম ভক্তিক তেজি বুজে আন ॥

কেহু বোলে বেদ কৰে যত ব্ৰত দান ।

কতো বোলে ক্ষুদ্ৰ দেৱ পূজা তীৰ্থস্থান ।

কেহো বোলে বেদে কহে জ্ঞানতেনে গতি ।

গুণর ইচ্ছাই বুজে যার যেনে মতি ॥

বেদে নানা পথ দেখাই কর্ম করাই কিন্তু তেনে কর্ম-
ত যার বিশ্বাস সেই জনর প্রতি ঘোষাত লিখিছে ।

কৰ্ম ত বিশ্বাস যার, হিয়াত থাকন্ত হরি,

অতিশয় দূর হস্ত তার,

দূরতো বিছুর হোন্ত তার ।

অহঙ্কার থাকন্তেয়ো, নাম্বাতে ক্লেশক পারে

শ্রবন কীর্তন ধৰ্ম যার ।

যি জনে কর্ম ত বিশ্বাস করি হৃদিস্থিত ভগবানক চিনি
জানি নলরয়, তেওঁর হিয়াত হরি থাকিও লুপ্ত হয় আর
বহু দূর চলি যায় তেনে জনে ভগবন্তক নেপায় অহঙ্কারী
জনেও যদি শ্রবন কীর্তন ধৰ্মবুলি জানি রতি কনে তেন্তে
তেওঁ ঈশ্বরক পায় । ভক্ত সকলর কর্ম ত অধিকার নায়,
কৰ্ম করিলেও ঈশ্বরের তুষ্টে অর্থে করে, তার ফল কামনা
নকরে, অপ্রাপ্তি অব্যক প্রাপ্তির ইচ্ছা নকরে আর প্রাপ্তির
ঐব্যাকো রক্ষার যত্ন নকরে । জানী লোকে কর্মর ফল
ত্যাগ করি জন্ম বন্ধনর হাত সাবে । ত্রিগুণাত্মক বেদে
সকামি লোকক কর্মর ফল প্রদান করে । যি দুঃখত দুঃখি
সুখত স্পৃহা শূন্য মনর বাসনা ভোগ বিলাস পরিহার
করি পরমানন্দ স্বরূপ আত্মাত সদাই তুষ্ট থাকি, ক্রোধ ভয়
বাঙ্কিত করি ইন্দ্রিয় সকলক বসিভূত করিছে সেই জনর
মনেই স্থিরতা হয়, তেওঁরে শান্তি, তেবেই ব্রহ্ম জ্ঞান নিষ্ট

নোৱাৰে। সাধুৰ সঙ্গত অহুৰ তুময় হৈ ভক্তিত দিব্য
চক্ষু মেল খালহে এই রূপ দৰ্শন কৰা যায়।

দেৱতা নকলৰ পূজা লুপ্ত হোৱাতে তেওঁ বোলাকে
খাবলৈ নেপায় ইশ্বৰক তুতি মিতি কৰাত নাৰায়ণে
শিৱৰ দ্বাৰাই আগম শাস্ত্ৰ খানি কৰাই অবিদ্যা ক্লেশ জীৱ
দ্বিলাকক সংসারত লুপ্ত কৰিবৰ কৰণে আৰু দেৱতা নক-
লৰ পূজা কৰাবৰ নিমিত্তেই তন্ত্ৰ শাস্ত্ৰ সৃষ্টি কৰে। সেই
বাবেই অনাবশ্য কৰ্ম্ম সোম, বোগ, বাগ পূজা আদি নানা
কৰ্ম্মত্যাগ কৰি কেৱল ভক্তিকে” সঙ্গৰ সাধৰ দেৱে
শ্ৰেষ্ঠ কৰি ঘোষাত লিখিছে। যেনে—

কেৱল ভক্তি, পুৰুষক তাৰে

সহায় কাকো নচাৰে।

জ্ঞান কৰ্ম্ম যোগে, তাৰিতে নপাৰে

ভক্তি নপাৰে যাৰে।

একাদশ স্কন্ধত লিখিছে—

মই বিনে বেদে কিছু আন নব খানে।

চাৰিও বেদৰ তত্ত্ব অৰ্থ এহি মানেন ॥

যাৱ যেন গতি কৰে বেদক বাখ্যান।

নিজ ধৰ্ম্ম ভক্তিক তেজি বুজে আন ॥

কেহু বোলে বেদ কৰে যত ব্ৰত দান।

কতো বোলে ক্ষুদ্ৰ দেৱ পূজা তীৰ্থস্থান।

কেহো বোলে বেদে কহে জ্ঞানভেদে গতি।

গুণর ইচ্ছাই বুজে যার যেনে মতি ॥

বেদে নানা পথ দেখাই কৰ্ম করাই কিন্তু তেনে কৰ্ম-
ত যার বিশ্বাস নেই জনর প্রতি যোমাত লিখিছে ।

কৰ্মত বিশ্বাস যার, হিয়াত থাকন্ত হরি,

অতিশয় দূর হন্ত তার,

দূরতো বিদূর হোন্ত তার ।

অহঙ্কার থাকন্তেয়ো, নাশ্বাতে কৃষ্ণক পারে

শ্রবন কীর্তন ধৰ্ম যার ।

যি জনে কৰ্মত বিশ্বাস করি হৃদিস্থিত ভগবানক চিনি
জানি মলরয়, তেওঁর হিয়াত হরি থাকিও লুপ্ত হয় আরু
বহু দূর চলি যায় তেনে জনে ভগবন্তক নেপায় অহঙ্কারী
জনেও যদি শ্রবন কীর্তন ধৰ্মবুলি জানি রতি কনে তেস্তে
তেওঁ ঈশ্বরক পায় । ভক্ত নকলর কৰ্মত অধিকার নায়,
কৰ্মকরিলেও ঈশ্বরর তুষ্টর অর্থে করে, তার ফল কামনা
নকরে, অপ্রাপ্তি দ্রব্যক প্রাপ্তির ইচ্ছা নকরে আরু প্রাপ্তির
দ্রব্যকো রক্ষার যত্ন নকরে । জ্ঞানী লোকে কৰ্মর ফল
ত্যাগ করি জন্ম বন্ধনর হাত সাবে । ত্রিগুণাত্মক বেদে
নকামি লোকক কৰ্মর ফল প্রদান কবে । যি দুঃখত দুঃখি
সুখত স্মৃহা শূন্য মনর বাসনা ভোগ বিলাস পরিহার
করি পরমানন্দ স্বরূপ আত্মাত সদাই তুষ্ট থাকি, ক্রোধ ভয়
বর্জিত করি ইন্দ্রিয় সকলক বসিতুত করিছে সেই জনর
মনেই স্থিরতা হয়, তেওঁরে শান্তি, তেবেই ব্রহ্ম জ্ঞান নিষ্ট

শুদ্ধ চিত্তের লোক সংসারত মোহ ত্যাগ করি হুত্ব কালত
ব্রহ্মত লয় হয় তেওঁর আরু পুন জন্ম নহয় ।

ষাদিশ বাক্যত—

নছারে কর্মের শোক দুখ এক দিনে ॥

জানতো নাহিকে গতি ভক্তি বিহনে ॥

তপ যপ সন্ন্যাসে পরম মহাদানে ।

নৃপারে আমাক সখি যোগ মহা জানে ॥

কেরল ভক্তি একে মোক করে বস্য ।’

এক মাত্র ঈশ্বরত ভক্তির বাজে আন কর্ম সকলো অসার
কর্ম ফল যি সকলে আশা করে সেই সকলে আন দেবতাক
পূজা করে । বৈষ্ণব সকলে কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা নকরে,
পূর্বকর্মের যি আর্জি আহিছে নেয়ে ইব তাত দুখ সুখ
একো নাই কর্ম বন্ধের ফল গুছাবও নোরাবে দিবও
নোরাবে ।

শিরক আরাধনা করিলে বিদ্যা উপার্জন হয়, গোমানিক
পূজিলে সম্পত্তি হয়, সূর্য্যক আরাধনা করিলে রোগ নাস
হয় গণেশক পূজিলে বিঘ্ন নাশ হয়, বিষ্ণুক আরাধনা করি-
লে মুক্তি পায় । আরু ষোগ করিলে ভোগ পায়, তপ
করিলে বাজা হয়, কর্মকরিলে ফল পায়, ভক্তি করিলে
মুক্তি পায় ।

বেদোক্ত মতে কর্ম করিলে পর কালত স্বর্গ সুখ হয়,
ক হু স্বর্গ সুখ চিব স্থায়ী নহয় । কর্মই দুখ নিবৃত্তি করিব

নোরাগে, কর্ম ফলর নিমিত্তে জীব ঘুরি ঘুরি সংসারলৈ
আহিব লাগে । বৈষ্ণব সকলে আন দেবতার পূজা, তপ
যপ যোগ ষাগ কাকো আদর নকরে, নিত্য নৈমিত্তিক
কর্ম কতো এরে কতো করে । আন দেবতাক নিমিন্দে
নবন্দে । সকলোকে তুচ্ছকরি কেবল ঈশ্বরর চরণত দৃঢ়
ভক্তি রাখি নাম শ্রবন কীর্তন হলেই অধপতনর নিসংশয় ।
আন কর্ম ফলত নিশ্চয় পতন আছে, কিন্তু ইবি ভক্তর
পতন নাই । ফল কামনা তাগ করি সকলো কর্ম ঈশ্বরর
চরণত অর্পন করিলেই ঈশ্বরর সঙ্গ লাভ হয় । বৈষ্ণব
সকলে ধর্ম অর্থ, কাম, মুক্ষ এই চতু বর্গ ছর লাগে বুলি
পার্থনা নকরে । কেবল ঈশ্বরর চরণত অধিষ্ঠিত ভক্তি আক
তেওঁর চরণ খেন বিস্মরণ নহয় ইয়াকে পার্থনা কবে ।

দৃঢ় বিশ্বাস করি অতি শ্রদ্ধারে কায়মনো বাক্যে
ঈশ্বরর নাম শ্রবন কীর্তন নকরি মনত কপট আচারে লো-
কক দেখাই" রাম কৃষ্ণ হরি " ইত্যাদি সহস্র নাম ললেও
সিদ্ধি নহয় । ঘোষাত শ্রীমাধব দেবে লিখিছে—

শুদ্ধে বা অশুদ্ধে একনাম, শুনেবা ভনেবা মনেস্মরে,

অপরাধ হিন পুরুষক শদ্যে তারে ।

দেহ ধন জন অর্থ লোভে, পামণ্ড বুদ্ধিয়ে যিটো লরে

সিটো হরি নামে তারিতে শীঘ্র নপাবে ।

নামর দশ অপরাধ । মন্ত নিন্দা, হরি হব ভেদ করা,
বেদনিন্দা, গুরু অবজ্ঞা, নামেরে বাদ করা, নাম ধর্মক

জান ধর্ম্মেরে সমান করা, নামত বলে পাপ করা, শ্রদ্ধা
হীনত নাম দান দিয়া, নাম দান করোতে অহঙ্কার, নামের
মহিমাক উপালম্ব কবা এইয়ে নামের দণ্ড অপরাধ লগাই
নাম ললে ভক্তি সিদ্ধি নহয় । যদি ভক্তে প্রমাদ ত থাকি
নামের অপরাধ করে তেহে শত বার জগন্নাথ নাম স্মরণ
করি শত বার দন্দরত করিব বা নাম কীর্ত্তন করিব । ঈশ্বর
নাম ললে সাত কার্য্য সাধে । পাপ নাশ হয় পুণ্য উপজে
বৈবাগ্য জন্মে । ক্লম ত হোম ভক্তি বারে । বৈষ্ণবী
জ্ঞান জন্মে । দুর্কাননা নষ্ট পায় । আরু মায়াক নির্জ্ঞান
করি ক্লম দেহ ত লয় পায় ।

যার আত্মা নির্মল পবিত্র ঈশ্বরত একান্ত চিত্ত, তেওঁ
শুদ্ধে বা অশুদ্ধেই লোক বা শুনক নিশ্চয় তরিব । যি
দুখত, আশাত, ভয়ত, বা ধন জন অর্থ লোভত নাম শ্রবন
কীর্ত্তন করিলেই নামত কচি হৈ ক্রমে নামত গন মজি
ঈশ্বর নিজের হৃদয়ক প্রকাশ হব ।

ক্লম কথা গুন গারে যিটো শ্রদ্ধা করি ।

অল্প কালে হিয়াত প্রবেশ হোন্ত হরি ॥

হিয়াত হরি প্রবেশ হলে—হরি বুদ্ধি হোরে আপোনা ক ।

X X X X X

বন্ধ চিণ্ডি হোরে আপুনি হরি ।

X X X X X

তেতিয়া আরু একো বাকি নেথাকে ।

সমস্ত ভুততে তুমি আছা হৃদয়ত ।

তত্ত্ব নেপায় তোমাক বিচারে বাহিরত ॥

তুমিসে কেরলে সত্য মিছা নবে আন ।

জানি জ্ঞানী গনে কবে হৃদয়ক ধ্যান ॥

হিয়ার বাহিরে হরিক আনত পাবর স্থল নাই ।

ঈশ্বরত ভক্তি করিব খুজিলে দেহর পবা দস্ত, অহঙ্কার
আদি ছয়বিধু খেদাব লাগে ।

তু্যাদপি স্তুনিচেন তরুরিয় মহিমুণা,

অমানিনা মান দেয় কীর্তনীয়াঃ সদাহরি ।

নিজক ত্বাতকৈ হিন জ্ঞান করিব পারিলেহে ঈশ্বরক
ভজন করিব পারি, বিনয় নহলে ভক্তি কেতিয়াও নহয় ।
নত্ৰকৈ নত্ৰহৈ অন্তরে সৈতে ভক্তি নকরিলে মুখে নাম
নাম উচ্ছারণবো কোনো ফল নহয় । দস্ত অহঙ্কার থা-
কিলে ভক্তি নিসিজে যেনে উখ ভূমিত জল নয় সেই
অনুসারে নিজে ডাঙ্গরহলে তেওঁক প্রাতি পরম ব্রহ্মর কৃপা
কেতিয়াও নহয় । মানুষে বৃক্ষক কাটি চিঙ্গি অনেক
ছলুম করিলেও বৃক্ষে তাক সহ্য করে । বৃক্ষর যেনে মহি-
মুতা গুণ আছে ভক্তবো তেনে গুণ থাকিব লাগে ।
গছর ডাল কাটি দিয়া মানুষকো গছে ছায়া দিয়ে । গ-
ছে যেনেকৈ মাত্তর তলত শিপা মেলি খামোচ মাষি ধরি
রৈ আছে ভক্তেও সেই দরে ঈশ্বর চরণত দৃঢ় ভক্তিরে
এক নিষ্ঠে ভগবন্তত চিত্ত নিবিষ্টে করি বিষয় জঞ্জালত অস্থির

নহৈ ঈশ্বরক ভজনা করিব পারিলেহে ভক্তি নিদ্রিব ।
মানুষের ধৈর্য্য আৰু সহিষ্ণুতা নহলে ঈশ্বরের চরণত ভক্তি
সাধন নহয় । নিজে মান যশস্কার বাবে হেপাই নকরি
জান প্রাণিক একে ব্রহ্মর অংশ বুলি অন্তরে মৈত্রে আন-
কহে সম্মান করির লাগে । নিজের মান যশ পদ গোঁববর
দন্তত মই ডাক্তর বুলি নিজে উকন্দি থকা জনর ঈশ্বরের চরণ-
ত কেতিয়াও ভক্তি নহয় । কোনো জনে লোকক দেখু-
বাই বারিহে বিগিত ভাব প্রকাশ করি মনে যশ পদ গোঁব-
বর চিন্তা থাকিলে তেওঁর ভয়ানক কপট হব, ভেনে কপট
হৃদয়ত ভক্তিধ্বজ অঙ্গুরীত নহয় ।

ভক্তি নর বিধ = যেনে—

শ্রবণ কীৰ্ত্তনং বিষ্ণুঃ শ্রবণং পদে সেবনম্ ।

অর্চন বন্দনং দাস্যং সখ্য মাত্ম নিবেদনম্

শ্রবণ । সাধু নন্দত হরিকথা আলাপ করি আনর
দ্বাৰাই কীৰ্ত্তন করাই শ্রাবণ লাগে মেয়ে শ্রবণ । শ্রবণ
ভক্তিত পরীক্ষিত তবিছে । কীৰ্ত্তন । ঈশ্বরের নামত মন
মজ্জাই হরিনামর ভাণ্ডার হৃদয়ত রাখি মুখে হবি গুণ গীত
প্রশঙ্গ করাই কীৰ্ত্তন ।

কীৰ্ত্তন পাচ প্রকার হন পারে যেনে—উৎসব, উপাস্ত,
মানস বীধনিবির । উৎসব মানে উঠি গোরা, উপাস্ত
খোলতাল হৃদঙ্গেরে গোরা, মানস সাধু সর্ব বিচার, বির
হিরানাম কীৰ্ত্তন, নিবির বহি প্রশঙ্গ করা । কীৰ্ত্তন ভক্তিত

নাবদ ।

স্মরণ—নামকে ঈশ্বরকে একে করি নামের রূপ, ঈশ্বরর রূপ
ছাইকো মিলাই হৃদয়ত চিন্তাই স্মরণ । স্মরণত প্রহ্লাদ

পদ সেবন । অনিত্য অমার সংসারর সুখ ভোগ
পরিত্যাগ করি কেবল ঈশ্বরকে মাঝ মানি ঈশ্বরর চরণ
সাধুর সঙ্গত চিনিলে পদ পঙ্কজত সেবিব পবাই পদ সেবন ।
পদ সেবনত অস্ববিষ বাজা ।

অর্চন—ঈশ্বরক পুজার অর্থে জল পুষ্প নৈবেদ্য আদি ধন,
জন, ঐশ্বর্য্য, বিভূতি, বল, পুত্র, ভাৰ্য্যা, সমন্বিতে ঈশ্বর
সোদাই দিয়াই অর্চন । গজেন্দ্র অর্চনত । ঘোষাত
ঐশ্বর্য্য বিভূতি বলসমে, জানে মোক ঘিটো নরোত্তমে,
সিয়ো তৈল মোব ময়ো তৈলো তার বশ্য ।

এনেকেই সকলো ঐশ্বর্য্য বিভূতি ঈশ্বরক অর্চন
নকরি তাত আশক্ত থাকিলে ভক্তি নহয় ।

দাস্য—চাকরে ঘেনে দরে কাম করি গিরিহঁতর
উন্নতিব ভাগ চাকরব নহয় । ঈশ্বরর চরণত তেওঁর
দানবো দাস ভাবি অনিত্য শবীবত যত পারে কৰ্ম্ম করি
ঈশ্বরর চরণত অর্পণা করাই দাস্য ভাব । দাস্যত উদ্ধব ।

সখিত্ব—ঈশ্বরকে পরম সুহৃদ বন্ধু বুলি বিশ্বাস করিব
প্রকৃত বন্ধুবে ঘেনেকৈ বন্ধুক কোনো সঙ্কটত নেরে সেই
দরে হরিক পবন বান্ধব বুলি বিশ্বাস করিলে ঈশ্বরে ভক্তক
কেতিয়াও নেরে । সখিত্বত অর্জুন ।

নহৈ ঈশ্বরক ভজনা করিব পারিলেহে ভক্তি সিদ্ধিব ।
মানুষব ধৈর্য্য আৰু মহিমুতা নহলে ঈশ্বরর চরণত ভক্তি
সাধন নহয় । নিজে মান যশস্তার বাবে হেপাই নকরি
আন প্রানিক একে ব্রহ্মর অংশ বুলি অন্তরে মৈতে আন-
কহে নম্মান করির লাগে । নিজর মান যশ পদ গোঁববর
দম্বত মহি ডাকর বুলি নিজে উকন্দি থকা জনর ঈশ্বরর চরণ-
ত কেতিয়াও ভক্তি নহয় । কোনো জনে লোকক দেখু
রাই বারিারে বিণিত ভাব প্রকাশ করি মনে যশ পদ গোঁর-
বর চিন্তা থাকিলে তেওঁর ভয়ানক কপট হব, ভেনে কপট
হৃদয়ত ভক্তিব্রজ অঙ্গুরীত নহয় ।

ভক্তি নর বিধ = যেনে—

শ্রবণ কীর্ত্তনং বিষ্ণুঃ স্মরণং পদে নৈবনন্ ।

অর্চন বন্দনং দাস্যং সখ্য মাত্ম নিবেদনম

শ্রবণ । সাধু নঙ্গত হরিকথা আলাপ করি আনর
দ্বারাই কীর্ত্তন করাই শ্রাবণ লাগে মেয়ে শ্রবণ । শ্রবণ
ভক্তিত পরীক্ষিত তবিছে । কীর্ত্তন । ঈশ্বরর নামত মন
মজাই হরিনামর ভাণ্ডার হৃদয়ত রাখি মুখে হরি গুণ গীত
প্রসঙ্গ করাই কীর্ত্তন ।

কীর্ত্তন পাচ প্রকার হন পারে যেনে—উৎসব, উপাস্ত,
মানস বীধনিবির । উৎসব মানে উঠি গোরা, উপাস্ত
খোলতাল হৃদঙ্গেরে গোরা, মানস সাধু সবর বিচার, বির
হিরানাম কীর্ত্তন, নিবির বহি প্রসঙ্গ করা । কীর্ত্তন ভক্তিত

নাবদ ।

স্মরণ—নামকে ঈশ্বরকে একে করি নামের রূপ, ঈশ্বরর রূপ
ছাইকো মিলাই হৃদয়ত চিন্তাই স্মরণ । স্মরণত প্রহ্লাদ

পদ সেবন । অনিত্য অমার সংসারর সুখ ভোগ
পরিত্যাগ করি কেবল ঈশ্বরকে সাব মানি ঈশ্বর চরণ
সাধুর সঙ্কত চিনিলে পদ পঙ্কজত সেবিব পবাই পদ সেবন ।
পদ সেবনত অম্ববিষ বাজা ।

অর্চন—ঈশ্বরক পূজার অর্থে জল পুষ্প নৈবেদ্য আদি ধন,
জন, ঐশ্বর্য্য, বিভূতি, বল, পুত্র, ভাৰ্য্যা, সমন্বিতে ঈশ্বর
মোদাই দিয়াই অর্চন । গজেন্দ্র অর্চনত । ঘোষাত
ঐশ্বর্য্য বিভূতি বলসমে, জানে মোক ষিটো নরোত্তমে,
সিয়ো তৈল মোব ময়ো তৈলো তার বশ্য ।

এনেকেই সকলো ঐশ্বর্য্য বিভূতি ঈশ্বরক অর্চন
নকরি তাত আশক্ত থাকিলে ভক্তি নহয় ।

দাস্য—চাকরে যেনে দরে কাম করি গিরিহঁতর
উন্নতিব ভাগ চাকরব নহয় । ঈশ্বরব চরণত তেওঁর
দাসবো দাস ভাবি অনিত্য শব্দেবত যত পারে কৰ্ম্ম করি
ঈশ্বর চরণত অর্পণা করাই দাস্য ভাব । দাস্যত উদ্ধব ।

সখিত্ব—ঈশ্বরকে পরম সুহৃদ বন্ধু বুলি বিশ্বাস করিব
প্রকৃত বন্ধুবে যেনেকৈ বন্ধুক কোনো সঙ্কটত নেরে সেই
দরে হরিক পবন বান্ধব বুলি বিশ্বাস করিলে ঈশ্বরে ভক্তক
কেতিয়াও নেরে । সখিত্বত অর্জুন ।

ঘোষাত লিখিছে—পুরুষ নহিতে সখিত্ব করিয়া চলয়
হরির কাছে । ইশ্বর পুরুষের নৈতে সখিত্ব করিলে নিশ্চয়
হরিক পায় ।

আত্মনিবেদন—নিজের আত্মা ক ইশ্বরমণি, ইশ্বরকে
আত্মাকে মিল কবি আত্মাই ইশ্বর, ইশ্বরেই আত্মা বুলি
ভাবি একান্ত ভাবে ইশ্বরক নিজের আত্মা অর্পণ করি দিব
পারিলেই ইশ্বরের লগত দেহের অভিন্ন ঘটে এইয়ে আত্ম-
নিবেদন ।

বন্দন—সকলো প্রানীক ইশ্বরময় দেখি এক চিতে ইশ্বর
ভারে নমস্কার কবাই বন্দন । বন্দনত তক্রুব ।

রত্নারলী—আছে সংসারত আনো রত্ন যত যত ।

কৃষ্ণক দেখিব মাত্র মনে সমস্তত ॥

হবিব শরীর ইটো হেন বুদ্ধি করি ।

সবাহাঙ্গে নমস্কার করিব সাদরি ॥

এই নর বিধেই ভক্তির মূল, ইয়াকে সাধুর সঙ্গত
পদমার্থের তত্ত্ব বুজি একান্ত মনে আছরিব পারিলেই ভক্তি
নিকি হয় । ভক্তি নর বিধর ভিতবত আর তিনি বিধ
নার যেনে—নিগুণা, কেবলা, সপ্তোমা ।

বার বৈষ্ণবের ভিতরত কপিল, হর, সনক, শুক, এই চারি
জন নিগুণা । ব্রহ্মা, মনু, নারদ, যম এই চারিজন কেবলা ।
প্রহ্লাদ, বলী, ভীষ্ম, জানেক এই চারি জন সপ্তোমা । এই
তিনি বিধর এনিধ-সাধুর সঙ্গত বুজি ললে তরণর উপায় হয় ।

নলিনী দলগত তবল তদঙ্গীরন মতি চয় চপলং
ক্ষণমিহ নজ্জন নঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবে তরনে
নৌকা।

পদ্ম পত্রর জল বেনে অস্থির জীবনো। তেনে অস্থির
নেই বাবে বিলম্ব নকরি ভব তবির কাবনে নাধুন নঙ্গ
লোবা উচিত। নাধুনঙ্গ নাধুনঙ্গ নাধুনঙ্গ কর, লোবা। মাত্র
নাধু নঙ্গ নঙ্গ সুখ হয়।



ତୃତୀୟ ଆଧ୍ୟା

ବୀର ଗୋପାଳ ।

ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ, ଦେବ ଶ୍ରୀମୁଖ, ସୁବଳ, ସୁଦାମ, । ଶ୍ଵସତ୍ତ, ବିଶାଳ,
ବକ୍ରଧନ, ବସୁଦାମ ଭଦ୍ରସେନ, ଅର୍ଜୁନ, ଶ୍ରୀଦାମ, ଦାମ ।

ଚୌଧ ପାରିଷଦ ।

କୁମୁଦାକ୍ଷ, ପୁଷ୍ପାଦତ୍ତ, ବିଶ୍ଵକ ସେନ, ଜୟ, ଜୟନ୍ତ, ଗରୁଡ, ନନ୍ଦ,
ସୁନନ୍ଦ, ବିଜୟ, ମାନ୍ବତ, ଶ୍ରୀରାମ, ଉତ୍ତରାୟଣ, ଶ୍ରୀ ୩ ଦେବ, କୁମୁଦ ।

ବୀର ବୈଷୟ ।

ନାରଦ, ଶ୍ରୀହରୀ, ଭୀଷ୍ମ, ଶୁକ, ଯନ୍ତ୍ର, ଶ୍ରୀ, ବ୍ରହ୍ମା, ବଳି,
ସମ, ଜନକ, କପିଳ, କୁମାର ।

ହରି ଭକ୍ତ ।

ଉଦ୍ଧବ, ମୈତ୍ରାୟଣ, ଜାହନନୀ, ବିଭିଷଣ, ହନୁମନ୍ତ, ବିଦ୍ୟା ।

ଶଙ୍କର ଅବତାରର ଶ୍ରୀମତୀ ଲଗତେ ବୀର ଗୋପାଳ, ଚୌଧ
ପାରିଷଦ ହରିଭକ୍ତ, ଗାଳାକାର, ବେଶାକାର ଆଦିକରି କଳିତ
ଧର୍ମ ଶ୍ରୀଚାରର ଅର୍ଥେ ମାଧୁ ନନ୍ଦ ରୂପେ ଅବତାର ହିଁ ଠାୟେ ଠାୟ
ସତ୍ତ୍ୱ ପାତ୍ର ଧର୍ମ ଶ୍ରୀବର୍ତ୍ତାବ । ଯଦୁ ବଂଶ ମକଳେ ପୂର୍ବେ ଭୋଗ
କରିବନେ ନେପାଳେ ତେଣୁ ଲୋକ ଅକାଳତେ ଶ୍ରୀବଂଶ ପାୟ ମେହି
ଯଦୁବଂଶ ମକଳେହି କ୍ରମାନ୍ତରେ ଆହି ମନ୍ତ୍ରମକଳର ଗୃହତ ଜନ୍ମ ଧରି
ଧର୍ମଶ୍ରୀବର୍ତ୍ତାବ ଗୋଳା ଶ୍ରୀବଂଶ କୃଷ୍ଣର ନିଜ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ।

ବୈକୁଣ୍ଠର ନାମ ଧର୍ମ, ଶରଣ, ମଙ୍ଗଳ, ପୃଥିବୀର ଯିଷି
ଠାହିତ ଶ୍ରୀଚାର କରି ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁହକ ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତେ

সেই ঠাইর লগত বৈকুণ্ঠর সম্বন্ধ সূত্র থকাৰ বাবেই “সূত্র”
বুলি কয় । অশরণীয় জীৱক যত শরণ হব পাৰে সেয়ে
সূত্র, আৰু অনঙ্গ জীৱই যত সংসঙ্গ বা সাধু সঙ্গ লাভ
কৰি ঈশ্বৰৰ সঙ্গ প্ৰাপ্ত হয় সেয়ে সূত্র, যাক সূত্র বোলে
তাত এই তিনিটি গুণ থাকিব লাগে । ৫০২৪/অ:

ঋগ, যজু, অথৰ্ব সাম ।

চতুৰ্থ বিভাগ বেদৰ নাম ॥

~~৫০২৫/অ:~~

ইয়াৰ ভিতৰত ঋগ, যজু, সাম এই তিনি বেদৰ
মতানুসাৰেই হিন্দুৰ ধৰ্ম কাৰ্য্য পৰি চালিত হয় ।

চাৰিও বেদৰ চাৰি অক্ষৰ, সাত কাটি আনি ব্ৰহ্মাদেৱে

বেকত কৰিয়া থৈলা নাৰায়ণ বানী ।

না” ঋগো, যজুরো বা” পী নামে য” পৰিকীৰ্ত্তিতা ।

অথৰ্কেদে ন” সাপ্ৰোক্তা মুনয়ো বদন্তি নাৰায়ণ ইতি স্মৃতা

যেনে ঋগবেদৰ না” যজুৰ্বেদৰ ৰ” অথৰ্ব বেদৰ” সাম

বেদৰ ৭” এই চাৰি বেদৰ চাৰি অক্ষৰে নাৰায়ণ নাম ।

বেদৰ সাত নাৰায়ণ নাম ভিন্ন বেদত আৰু একো বস্তু

ভাঙ্গৰ নাই । শব্দ, চক্ৰ, গদা, পদ্ম চাৰি অস্ত্ৰ ধৰি ভগ-

বস্তু অৱতাৰ হৈছে সেইচাৰি অস্ত্ৰই চাৰি বেদ চাৰিনাম

চাৰিশৰণ । যেনে জ্ঞান বিজ্ঞান, তদং বহন্য । না”

হৈছে জ্ঞান, ৰা” হৈছে বিজ্ঞান, য’হৈছে তদং ন” হৈছে

বহন্য । জ্ঞানে গুৰু, বিজ্ঞানে শাস্ত্ৰ, প্ৰেমভক্তিয়ে বহন্য,

তদং সাধু সঙ্গত কীৰ্ত্তন । না” অনিশ্চয় জগৎ অৰ্থাৎ তৰ্ক

শাস্ত্র, বা, অক্ষর পরম ব্রহ্ম মিমাংসা শাস্ত্র, য' ন্যায় শাস্ত্র ।
 ৭' ভগবৎ এই নারায়ণ নামে চারি অস্ত্র চারি শিক্ষা ।
 ওঁ শব্দে তিনি বেদকে বুজায় যেনে—ওম, অ+উ+ম=
 ওঁম, অকার ঋগবেদশেষ, উকারো যজু বেদ ।
 ম, কারো সাম বেদন্যাং ত্রিযুক্তে প্যথর্কন । ওঁ—অ+উ
 +ম অ-সৃষ্টি শক্তি ব্রহ্মা । উ-পালন শক্তি বিষ্ণু । ম
 প্রলয় শক্তি মহেশ্বর । ওঁ শব্দ উচ্ছারণ করিলে সৃষ্টিকর্তা,
 পালনকর্তা, সংহার কর্তা এই ত্রি শক্তি স্বরূপ যি অদ্বিতীয়
 ব্রহ্ম তেওঁরেই পরমেশ্বর । স্বর্গ, পৃথিবী, পাতাল তিনি ব্রহ্মা
 ওর সকলোবোর বস্তুরেই বাব মূর্তি স্বরূপে, যিজনাই
 গোটেই ব্রহ্মাওত ব্যাপী আছে এই জনকে অদ্বিতীয়
 পরম ব্রহ্ম বোলে । ব্রাহ্মণ সকলে এওঁকে মন্ত্রা বা গা-
 রত্রী রূপে সদাই ধ্যান কবে । ভক্ত সকলেও এই জনাকে
 সদাই ধ্যান কবে ।

ব্রহ্ম তিনি প্রকার, ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম, অভয়ব্রহ্ম । ব্রহ্মাব
 নির্মিত দেহা বাবে এই দেহাকে ব্রহ্ম মানিব । পৰম ব্রহ্ম
 জীৱ, অভয়ব্রহ্ম পরমাত্মা ।

সত্ত্ব গুণে বিষ্ণু, রজ্জ গুণে ব্রহ্মা, তমো গুণে মহেশ্বর এই
 তিনিকে জ্ঞান, বিজ্ঞান তদং অর্থাৎ নাম গুরু দেব ভকত
 তিনি রূপে স্থিরকরে । রজ্জ গুণে জ্ঞান, জ্ঞানে গুরু,
 তমো গুণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানে দেব, সত্ত্ব গুণে তদং, তদঙ্গে

নর ভক্ত সকলে নাম গুরু দেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র তিনি-

কো একে করি অর্থাৎ তিনিকো একত্র করি রহস্যত যপ করে অর্থাৎ ভাগরতত ।

ভক্ত সকলর যপ গুরু মেউরা শরণ, ভজন, ভক্তি আচরণ, প্রবর্তন বেদর সার বস্তু । যিসকলে বেদর সার তত্ত্ব হৃদয়ত ধ্যান করি নারায়নাদি চারিবর্ণর নাম গুরু দেব ভকত আরু শরণ সং সঙ্গ ভজন ভক্তি-প্রদানকরি জীবক সঙ্গতি দিব পারে সেই সদ গুণীয়া সকলক গোস্বাম বোলে । গো শব্দে বেদ, মানে জ্ঞান, জ্ঞানেই গুরু বেদর সার মূল বীজ ঈশ্বর নাম সেই নামরে যিসকল গরাকী হৈ লোক সমূহক দি জীব তরণর উপায় করিছে সেয়ে গোস্বামী ।

শ্রীমদ্ভাগবতত গুরু মুনিয়ে আন ধর্মক আদরনকরি বিধর্ম সকলো তকৈ গরিষ্ঠ বুলিছে তাক প্রমান করিবর নিমিত্তে ।

চারিও বেদক ব্রহ্মায়ে আনি ।

বিচারিলা তিনি বার প্রমানি ॥

এহি মানে মাত্র করিলা সার ।

হরি কীর্তনেমে তবে সংসার ॥

মোকে কিনা কিনা হবি মোকে কিনা কিনা । আন ধন নলাগয় নাম ধন বিনা । যি নামর শবণ না নাম ধর্ম দি জীবক কিনিব পারিছে সেয়ে গোস্বামী ।

বেদতত্ত্ব সারক হৃদয়ে করি ধ্যান ।

ঈশ্বরর রূপ বিনে নিচিন্তন্ত আন ॥

শাস্ত্র, বা, অক্ষর পরম ব্রহ্ম মিমাংসা শাস্ত্র, য' ন্যায় শাস্ত্র ।
 ৭" ভগবৎ এই নারায়ণ নামে চারি অস্ত্র চারি শিক্ষা ।
 ওঁ শব্দে তিনি বেদকে বুজায় যেনে—ওম, অ+উ+ম=
 ওঁম, অকার ঋগবেদশৈশব, উকারো যজু বেদচ ।
 ম, কারো সাম বেদম্যাৎ ত্রিযুক্তে প্যথর্কন । ওঁ—অ+উ
 +ম অ-সৃষ্টি শক্তি ব্রহ্মা । উ-পালন শক্তি বিষ্ণু । ম
 প্রলয় শক্তি মহেশ্বর । ওঁ শব্দ উচ্ছারণ করিলে সৃষ্টিকর্তা,
 পালনকর্তা, সংহার কর্তা এই ত্রি শক্তি স্বরূপ যি অদ্বিতীয়
 ব্রহ্ম তেওঁরেই পরমেশ্বর । স্বর্গ, পৃথিবী, পাতাল তিনি ব্রহ্মা
 গুর সকলোবোর বস্তুরেই যাব মূর্তি স্বরূপে, যিজনাই
 গোটেই ব্রহ্মাণ্ডত ব্যাপী আছে এই জনকে অদ্বিতীয়
 পরম ব্রহ্ম বোলে । ব্রাহ্মণ সকলে এওঁকে সঙ্ক্যা বা গা-
 যত্রী রূপে সদাই ধ্যান কবে । ভক্ত সকলেও এই জনাকে
 সদাই ধ্যান কবে ।

ব্রহ্ম তিনি প্রকাব, ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম, অভয়ব্রহ্ম । ব্রহ্মাব
 নির্মিত দেহা বাবে এই দেহাকে ব্রহ্ম মানিব । পরম ব্রহ্ম
 জীব, অভয়ব্রহ্ম পরমাত্মা ।

সত্ত্ব গুণে বিষ্ণু, রজ্জ গুণে ব্রহ্মা, তমো গুণে মহেশ্বর এই
 তিনিকে জ্ঞান, বিজ্ঞান তদং অর্থাৎ নাম গুরু দেব ভকত
 তিনি রূপে স্থিরকরে । রজ্জ গুণে জ্ঞান, জ্ঞানে গুরু,
 তমো গুণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানে দেব, সত্ত্ব গুণে তদং, তদঙ্গে
 'নার ভক্ত সকলে নাম গুরু দেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র তিনি-

কো একে করি অর্থাৎ তিনিকো একত্র করি রহস্যত যপ করে অর্থাৎ ভাগরতত ।

ভক্ত সকলর যপ গুরু মেউরা শরণ, ভজন, ভক্তি আচরণ, প্রবর্তন বেদর সার বস্তু । যিসকলে বেদর সার তত্ত্ব হৃদয়ত ধ্যান করি নারায়নাদি চারিবার্ণর নাম গুরু দেব ভকত আরু শরণ সৎ সঙ্গ ভজন ভক্তি-প্রদানকরি জীবক সমগতি দিব পারে সেই সদ গুণীয়া সকলক গোস্বাম বোলে । গো শব্দে বেদ, মানে জ্ঞান, জ্ঞানেই গুরু বেদর সার মূল বীজ ঈশ্বর নাম সেই নামরে যিসকল গরাকী হৈ লোক সমূহক দি জীব তরণর উপায় করিছে সেয়ে গোস্বামী ।

শ্রীমদ্ভাগরতত গুরু মুনিয়ৈ আন ধর্মক আদরনকরি বিধর্ম লকলোতকৈ গরিষ্ঠ বুলিছে তাক প্রমান করিবর নিমিত্তে ।

চারিও বেদক ব্রহ্মায়ে আনি ।

বিচারিলা তিনি বার প্রমানি ॥

এহি মানে মাত্র করিলা সার ।

হরি কীর্তনেমে তবে সংসার ॥

মোকে কিনা কিনা হবি মোকে কিনা কিনা । আন ধন নলাগয় নাম ধন বিনা । যি নামর শরণ না নাম ধর্ম দি জীবক কিনিব পাৰিছে সেয়ে গোস্বামী ।

বেদতত্ত্ব সারক হৃদয়ে করি ধ্যান ।

• ঈশ্বরর রূপ বিনে নিচিওন্ত আন ॥

বেদর ঈশ্বর ঈশ্বরো কৰ্ম্ম কৰে ।

জানিবা নিজনে গোস্বামীৰ নামধৰে ॥

যি পুরুষ জনে কৰ্ম্ম বন্ধনৰ মূলদুৰ্গামনা দূৰকৰি ঈশ্বরত
ভক্তি জন্মায় ভক্তিত ঈশ্বৰক বশ্য কৰাই, সুবাসনাক আশ্রয়
কৰাই কৃষ্ণতি পুরুষকো মুক্ষ লাভ কৰাব পাৰে সেয়ে সন্ত
যি জনৰ কৃপা নহলেই পুরুষে গতি লাভ কৰিব নোৱাৰে
সেই জনকে নজ্ঞান বা সন্ত বোলে । বোঝাত যেনে

সুবাসনা দুৰ্গামনা দুই, বন্ধন মুক্ষৰ মূল হৈতু,

শুনা যেন মতে ওপজয় পুরুষত ।

সন্তৰ কৃপাত সুবাসনা, সুখে পুরুষক পাৰে জানা,

হোৱে দুৰ্গামনা সন্তৰ মন কোপত ॥

সকলো কামনা পৰিত্যাগ কৰি এক মাত্ৰ কৃষ্ণৰ পদ পঙ্কজত
মন মজাই যি জনে ঈশ্বৰকভঞ্জে আৰু বেদোক্তমতে কেবল
ঈশ্বৰ কৃষ্ণক সারি মানি ভজন ভক্তিৰ ব্যবস্থা পালন কৰি
তেওঁৰ নেউৱাকে সুখবুলি মানি সন্তোষ মনে সদাই সেউ-
ৱাৰ রস পান কৰি সুখ ভোগ কৰিছে সেয়ে মহন্ত । যি
মহৎ গুণত ইহ কালত পাপ শৰীৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কৰাই
পর কালত পরম পবিত্ৰ ঠাই প্রাপ্ত কৰাই সেয়ে মহন্ত ।

ষোড়াত-কৃষ্ণ পদ মাত্ৰ সেৱা কৰে, সমস্ত কামনা পৰিহৰে

বেদ ব্যৱহাৰ কদাচিতো নলজয় ।

কৃষ্ণ পদ সেৱা সুখমনে, কৰে অনুভব সৰ্বক্ষণে,

ইহাকে মহন্ত বুলিয়া জানা নিশ্চয়ে ॥

বেদর শিক্তরত্ন গীতাকে আদি করি সকলো শাস্ত্রর তত্ত্ব
জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করি আত্মা রূপী পনম ব্রহ্ম
ঈশ্বরক লগ পায় যি পদ সেউবা করি সদাই উপাসনা করে
সেয়ে গোসাঞী । এনে শিক্ষা যি লোকক দিব পারে
সেয়ে গোসাঞী ॥

গো পদে বেদ, শিক্তরত্ন ভাগে

মোহোর পদ নেবয় ।

মা পদে গীতা, আদি শাস্ত্র সঁ

মোক নিতে উপাসয় ॥

পদে ব্রহ্মা, তুমি আদি করি

আত্মরূপে আছোময়

এই হেতু ব্রহ্মা, গোনাঞীর নামর

কহিলো দিব্য অথয় ।

বেদ-ঈশ্বরর বাক্য (গীতা)

পরমার্থ মতে ঈশ্বর পরিচয়, জীব পরিচয়, নাম পরিচয়,
গুরু পরিচয় ভক্ত পরিচয়, অন্ন পরিচয়, এই ছয় পরিচয়
করাই অধিকজীব সমূহক শরণ সংসঙ্গ করোয়া জনেই সত্ৰর
অধিকাৰ । জীব সমূহক মহাধৰ্ম্মর জ্ঞান দিব পরা অসীম
শক্তি থকাৰ বাবেই অধিকার । শ্রীশঙ্কর দেৱর প্রচারিত ধৰ্ম্মর
তত্ত্বজি নিজর শরীর ধৰ্ম্মময়ী হৈ ধৰ্ম্মর বলত (শবণ,
তজ্ঞন ভক্তি,) পৰ কালত জীবক তারিব পরা জনে
ধীকার ।

বেদর ঈশ্বর ঈশ্বরো কৰ্ম কৰে ।

জানিবা নিজনে গোস্বামীৰ নামধৰে ॥

যি পুরুষ জনে কৰ্ম বন্ধনৰ মূল দুৰ্কাগনা দূৰকৰি ঈশ্বরত
ভক্তি জন্মায় ভক্তিত ঈশ্বরক বশ্য কৰাই, সুবাসনাক আশ্রয়
কৰাই কুমতি পুরুষকো মুক্ষ লাভ কৰাব পাৰে নেয়ে সন্ত
যি জনৰ কৃপা নহলেই পুরুষে গতি লাভ কৰিব নোৱাৰে
নেই জনকে নজ্জন বা সন্ত বোলে । বোঝাত যেনে

সুবাসনা দুৰ্কাগনা দুই, বন্ধন মুক্ষৰ মূল হৈতু,

শুনা যেন মতে ওপজয় পুরুষত ।

সন্তৰ কৃপাত সুবাসনা, সুখে পুরুষক পাৰে জানা,

হোৱে দুৰ্কাগনা সন্তৰ মন কোপত ॥

সকলো কামনা পৰিত্যাগ কৰি এক মাত্ৰ কৃষ্ণৰ পদ পঙ্কজত
মন মজাই যি জনে ঈশ্বরক ভজে আৰু বেদোক্তমতে কেবল
ঈশ্বর কৃষ্ণক সার মানি ভজন ভক্তিৰ ব্যবস্থা পালন কৰি
তেওঁৰ নেউৱাকে সুখবুলি মানি সন্তোষ মনে সদাই সেউ-
ৱাৰ রস পান কৰি সুখ ভোগ কৰিছে নেয়ে মহন্ত । যি
মহৎ গুণত ইহ কালত পাপ দূৰীকৰণ পৰা পৰিত্ৰাণ কৰাই
পৰ কালত পৰম পবিত্ৰ ঠাই প্ৰাপ্ত কৰাই নেয়ে মহন্ত ।

স্বোমাত-কৃষ্ণ পদ মাত্ৰ সেৱা কৰে, সমস্ত কামনা পৰিহৰে

বেদ ব্যৱহাৰ কদাচিতো নলজয় ।

কৃষ্ণ পদ সেৱা সুখমনে, কৰে অনুভব সৰ্বক্ষণে,

ইহাকে মহন্ত বুলিয়া জানা নিশ্চয়ে ॥

বেদর শিরুরত্ন গীতাকে আদি করি সকলো শাস্ত্রর তত্ত্ব
জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করি আত্মা রূপী পনম ব্রহ্ম
ঈশ্বরক লগ পায় যি পদ সেউবা করি সদাই উপাসনা করে
সেয়ে গোদাঞী । এনে শিক্ষা যি লোকক দিব পারে
সেয়ে গোদাঞী ॥

গো পদে বেদ, শিরুরত্ন ভাগে

মোহোর পদ নেয়য় ।

সো পদে গীতা, আদি শাস্ত্র সা

মোক নিতে উপাসয় ॥

১ পদে ব্রহ্মা, তুমি আদি করি

আত্মারূপে আছোময়

এই হেতু ব্রহ্মা, গোদাঞীর নামর

কহিলো দিব্য অখয় ।

বেদ-ঈশ্বরর বাক্য (গীতা)

পরমার্থ মতে ঈশ্বর পরিচয়, জীব পরিচয়, নাম পরিচয়,
গুরু পরিচয় ভক্ত পরিচয়, অন্ন পরিচয়, এই ছয় পরিচয়
করাই অধিকজীব সমূহক শরণ সংসঙ্গ করোরা জনেই মত্ৰর
অধিকাৰ । জীব সমূহক মহাধৰ্ম্মর জ্ঞান দিব পরা অসীম
শক্তি থকাৰ বাবেই অধিকার । শ্রীশঙ্কর দেৱর প্রচারিত ধৰ্ম্মর
তত্ত্ববিজ্ঞি নিজর শরীর ধৰ্ম্মময়ী হৈ ধৰ্ম্মর বলত (শবণ,
তজ্ঞন ভক্তি,) পৰ কালত জীবক তারিব পরা জনে
ধীকার ।

ব্রহ্ম বিরাট ক্ষুদ্র বিরাট, কিন্তু ক্ষুদ্রবিরাট দেহকে বোলে । ব্রহ্ম জ্ঞানত বিচার করিলে ব্রহ্ম বিরাটের তাবৎ স্থিতি নিজের শরীরতে পায় । তেনে শরীরক শরণ কালর পরা গুরুত অর্পণা করি গুরুর অদীনত থকার বাবে শিষ্যে প্রীতি বচরে গুরুক কহদি ॥ হয় । নিতু ক্ষয়ে পাপ ক্ষয় হয়; পাপ ক্ষয়েই প্রায়শ্চিত্ত হয় । প্রীতি বচরে অজ্ঞান কৃত পিতৃর অপরাধি, অজ্ঞান কৃত পাপ ক্ষয়র কাবনে বি অর্থ দণ্ড গুরুক দিয়া হয় তাকে কহবোলে । এই কর গুরুত অর্পণ নকরিলে বৎ গরিক কৃত পাপত অন্তিচ থাকে গুরুর পরিবর্তে গুরুর পুত্র, ভাতু আদি নিধর্ম্মর অধিকার হয় তাব গরাকী মেয়ে হয় ।

গুরু পরিবর্তে এই কর গুরুর পত্নীক অর্চনা করিব । গুরু পত্নীর পরিবর্তে গুরুর পুত্রক । পুত্র অভাবে গুরুর ছুত্ৰীক । ছুত্ৰীর পরিবর্তে গুরুর বংশক অর্পণা করিব গুরু বংশর পরিবর্তে গুরুর মাতামহ । মতামহর পরিবর্তে গুরু কুলজাত সকলক অর্চনা করিব । গুরুবৎ গুরু পুত্রের বুলি ভাবিব । গুরুভার্য্যাক লক্ষ্মী সরস্বতী বুলি ভাবিব

কলি যুগত নতরূপে ষাদবি বংশ সকলে অবতার হৈ জীর সকলক তারিব । সেই সকলর লক্ষণ অতি সুক্ষ্ম । সেই সকলর মনত মায়া, মোহ, ক্রোধ, হিংসা, কাম, দ্বেষ একো না থাকিব । সকলোকে আত্মা স্বরূপে দয়া করিব । দাতা, চোর, ব্রাহ্মন, চাণ্ডাল, সাধু, নীচ ইয়ার প্রভেদ

মেরানি ভক্তি পঠিত সকলোকে বিষ্ণু বুদ্ধি করি দিব্যক
মহাজ্ঞান দেখাব। হৃদয়ত ইশ্বরর রূপ, মুখত ইশ্বরর
নাম সততে মেরিব। সুখ দুঃখক সমতুল্য মানিব, শত্রু
মিত্র কাকো পক্ষপাত নকরিব। আন দেহক নিমিন্দ্র,
নবন্দ্রি, তপ যপ কাকো আদর নকরিব এক ইশ্বরত বি-
স্থান, পুত্র ভাৰ্য্যা বিষয়ত স্নেহ এরিব। গোটেই জগত
বিষ্ণু ময় দেখি সদাই তুষ্ট থাকিব নিজে হৃদিপৰায়ন হব
আনকো দিব্য জ্ঞান দিব। সকলো প্রাণীক আত্মা সম
বিষ্ণু তুল্য দেখিব। এনে জ্ঞান আন সকলর হৃদয়ত ধরাই
চরিত ভাৰ্তি জন্মাই জীৱক যি তারিব সেই জনেই নিজ গুরু
জগতর পিতৃস্বরূপ।

যিটো কলি যুগ হরি আনকো বোলাব।

আপুনিও হরিব চরিত্র সদা গারে ॥

জীৱন্তে মুকুতি তারা সব সাধু জন।

কৃষ্ণ যশ রসত নিবীর প্রাণ মন ॥

হেনয় সাধুক সেবি বুদ্ধি মস্ত নব।

বৈকুণ্ঠ লভয় জন্ম নাহি তাসম্ভাব ॥

মোর গুণ নাম যশ কীৰ্ত্তন করন্ত।

মোর রূপ বিনে আন মনে নধরন্ত ॥

মোর আজ্ঞা ধৰ্ম্মক প্রকাশে সৰ্ব্বক্ষণে।

বৈকুণ্ঠর নিজ পদ দেখারে যতনে ॥

মোর ধৰ্ম্ম পুত্র অংশ জানিবাহা তুমি।

ব্রহ্ম বিরাট ক্ষুদ্র বিরাট, কিন্তু ক্ষুদ্রবিরাট দেহকে বোলে । ব্রহ্ম জ্ঞানন্ত বিচার করিলে ব্রহ্ম বিরাটের তাবৎ স্থিতি নিজের শরীরতে পায় । তেনে শরীরক ধরণ কালর পরা গুরুত অর্পনা করি গুরুর অধিনত ধকার বাবে শিমো প্রতি বচরে গুরুক করদি ॥ হয় । নিভ ক্ষয়ে পাপ ক্ষয় হয়; পাপ ক্ষয়েই প্রাশ্চিত্ত হয় । প্রতি বচরে অজ্ঞান কৃত শিখর অপরাধি, অজ্ঞান কৃত পাপ ক্ষয়ব কাষনে বি অর্থ দণ্ড গুরুক দিয়া হয় তাকে করবোলে । এই কর গুরুত অর্পনা করিলে বৎ সরিক কৃত পাপত অশুচি থাকে গুরুর পরিবর্তে গুরুর পুত্র, ভাতৃ আদি যি ধর্ম্মর অধিকার হয় তাব গরাকী মেয়ে হয় ।

গুরু পরিবর্তে এই কর গুরুর পত্নীক অর্চনা করিব । গুরু পত্নীর পরিবর্তে গুরুর পুত্রক । পুত্র অভাবে গুরুর ছুহিত্রীক । ছুহিত্রীর পরিবর্তে গুরুর বংশক অর্পনা করিব গুরু বংশর পরিবর্তে গুরুর মাতামহ । মতামহর পরিবর্তে গুরু কুলজাত সকলক অর্চনা করিব । গুরুবৎ গুরু পুত্রের বুলি ভাবিব । গুরুভার্য্যাক লক্ষ্মী সরস্বতী বুলি ভাবিব

কলি যুগত সন্তরূপে বাদবি বংশ সকলে অবতার হৈ জীর সকলক ভাবিব । সেই সকলর লক্ষণ অতি সুক্ষ্ম । সেই সকলর মনত মায়া, মোহ, ক্রোধ, হিংসা, কাম, দ্বেষ একো না থাকিব । সকলোকে আত্মা স্বরূপে দয়া করিব । দাতা, চোর, ব্রাহ্মণ, চাণ্ডাল, নাধু, নীচ ইয়ার প্রভেদ

মেরামি ভক্তি পঠিত সকলোকে বিষ্ণু বুদ্ধি করি প্রিয়াক
মহাজ্ঞান দেখাব। হৃদয়ত ইশ্বরর রূপ, মুখত ইশ্বরর
নাম সততে মেরিব। সুখ দুঃখক সমতুল্য মানিব, শত্রু
মিত্র কাকো পক্ষপাত নকরিব। আন দেহক নিমিন্দিত,
নবন্দিত, তপ যপ কাকো আদর নকরিব এক ইশ্বরত বি-
স্থান, পুত্র ভাৰ্য্যা বিষয়ত স্নেহ এরিব। গোটেই জগত
বিষ্ণু ময় দেখি সদাই তুষ্ট থাকিব নিজে হনিপব্যয়ন হব
আনকো দিব্য জ্ঞান দিব। সকলো প্রানীক আত্মা নম
বিষ্ণু ভূল্য দেখিব। এনে জ্ঞান আন সকলর হৃদয়ত ধরাই
চরিত ভাৰ্য্যিত জন্মাই জীৱক যি তারিব সেই জনেই নিজ গুরু
জগতর পিতৃস্বরূপ।

যিটো কলি যুগ হবি আনকো বোলাৱে।

আপুনিও হরিব চরিত্র সদা গাৱে ॥

জীৱন্তে মুকুতি তারা সব সাধু জন।

কৃষ্ণ যশ রসত নিবীর প্রান মন ॥

হেনয় সাধুক সেবি বুদ্ধি মন্ত নব।

বৈকুণ্ঠ লভয় জন্ম নাহি তামস্যাব ॥

মোর গুণ নাম যশ কীৰ্ত্তন করন্ত।

মোর রূপ বিনে আন মনে নধরন্ত ॥

মোর আজ্ঞা ধৰ্ম্মক প্রকাশে সৰ্ব্বক্ষণে।

বৈকুণ্ঠর নিজ পদ দেখাৱে যতনে ॥

মোৰ ধৰ্ম্ম পুত্র অংশ জানিবাহা তুমি।

পুত্র পৌত্র ক্রমে ধর্ম প্রকাশিবে ভূমি ॥

সুদৃঢ় বিশ্বাসে মোত করিল নিশ্চয় ।

সেই মহা সাধু সখি নাহিকে সংশয় ॥

এই সকলেই সাধু সন্ত, এই সকলর সঙ্গতকৈ আকৃষ্ট
লাভ নাই বুলি ঈশ্বরে দড়াই দড়াই কৈছে ।

মাধবে বুলন্ত সখি শুনা পবিচ্ছেদ ।

পড়ে সব মাত্র যেবে জানি চারিবেদ

করিবে নোয়ারে মোত তথাপি ভক্তি

নলরর নরে য়েবে সন্তর সঙ্গতি ।

আমাক নপারে মহা জানী কস্মলোক ।

সাধু সঙ্গ আবশ্যকে বশ্য করে মোক ॥

মুখ্যটো অধিক সখি সাধুর সঙ্গম ।

যাহার রেনুক স্বর্গ সুখে নোহে সম ॥

যক্ষ, রক্ষ, পক্ষী, পশু, স্ত্রী, শূদ্র অধম চাওলাদি প-
র্যাস্ত অতি মহাপাতকী ইনকলেও সাধুর সঙ্গত ঈশ্বরত
লীন যাব পারিছিল । জাম্বুবান, সুগ্রীব, হনুমান, দ্বীপ-
পত্নী, ব্রজবানী গোপী এই সকলেও মুক্ষ সাধিছে ।

নাই তপ ব্রত পৌচ নপড়িলে বেদ ।

নজ্ঞানে অজ্ঞান একো নাই তত্ত্বভেদ ॥

কেবল সাধুর সঙ্গ মুক্ষ সাধে গতি ।

সংসঙ্গত পরে নাই উপায় সম্প্রতি ॥

সাধুর সঙ্গত বহি যি ইবিকথা মৃত পান করে, পব-

মতে নাধুর মুখে, গুরু, আত্মা, নাম, অন্ন, দেব ভকত এই
ছয় পবিছয় পায় মেয়েই ভকত । ভরনাগরত কৃষ্ণ পদ
নৌকাত যি তরি যাব পাবে মেয়ে ভকত । ভর সাগরত
কৃষ্ণক চিন্তি গুরুক কাণ্ডারী লৈ যি পবকালর গতি পায়
মেয়ে ভকত ।

হরিনাম যুধি কলি যুগত ।

নিশ্চয় হৈবেক লোক ভকত ॥

ভকতেসে মোর হৃদি জানিবা নিশ্চয় ।

ভকত জনর জানা আগিনে ঋদয় ॥

মই বিনা ভকতে নিচিন্তে কিছু আন ।

ভকত পরে মই নিচিন্তোহো আন ॥

মই জানা সখি ভকতর পাছে ফুরো ।

যিবোলে তাহাক মই তব্ব কালে করো ॥

ঈশ্বর ভক্তক প্রতি সদাই বশ্য । ভকত হবলৈ উচ্চ
জাতি হবনেলাগে, ব্রাহ্মনর পরা চাণ্ডাল পর্য্যন্তে ভকত
হব পাবে । ভকতর জাতি কুল বিচারিব নেপায় । ঈশ্বরর
যি জাত ভকতরো সেই জাত, ঈশ্বরর যি কৰ্ম ভকতরো
সেই কৰ্ম, ভকত কেতিয়াও নেভাগে, ভকত নিজে
তব্বিৰ আনকো তারিব পারে ।

সেই ভক্তেই কোটি ২ পুরুষ উদ্ধার করি নিজ কুল
আর মাতৃ কুল পর্য্যন্ত উদ্ধার করে । তেনে ভক্তর পিছে
প্রাণে তীর্থ ফুরে, সেই ভক্তই তীর্থকো পবিত্র কবে সেই

পুত্র পৌত্র ক্রমে ধর্ম প্রকাশিবে ভূমি ॥

সুদৃঢ় বিশ্বাসে মোত করিল নিশ্চয় ।

সেই মহা সাধু সখি নাহিকে সংশয় ॥

এই সকলেই সাধু সন্ত, এই সকলর সঙ্গতকৈ আক শ্রেষ্ঠ
লাভ নাই বুলি ঈশ্বরে দড়াই দড়াই কৈছে ।

মাধবে বুলন্ত সখি শুনা পবিচ্ছেদ ।

পড়ে সবে মাত্র যেবে জানি চারিবেদ

করিবে নোরারে মোত তথাপি ভক্তি

নলরয় নরে যেবে সন্তর সঙ্গতি ।

আমাক নপারে মহা জ্ঞানী কৰ্মলোক ।

সাধু সঙ্গে আবশ্যকে বশ্য করে মোক ॥

মুখ্যটো অধিক নখি সাধুর সঙ্গম ।

বাহার রেনুক স্বর্গ সুখে নোহে সম ॥

যক্ষ, রক্ষ, পক্ষী, পশু, স্ত্রী, শূদ্র অধম চাণ্ডালাদি প-
র্যাস্ত অতি মহাপাতকী ইনকলেও সাধুর সঙ্গত ঈশ্বরত-
লীন যাব পারিছিল । জাম্ববান, সুগ্রীব, হনুমান, দ্বীপ-
পত্নী, ব্রজবানী গোপী এই সকলেও মুক্ষ সাধিছে ।

নাই তপ ব্রত শৌচ নপড়িলে বেদ ।

নজ্ঞানে অজ্ঞান একো নাই তত্ত্বভেদ ॥

কেবল সাধুর সঙ্গ মুক্ষ সাধে গতি ।

সংসঙ্গত পরে নাই উপায় সম্প্রতি ॥

সাধুর সঙ্গত বহি যি ইতিকথা মত পান করে, পব-

অন্তে সাধুর মুখে, গুরু, আত্মা, নাম, অন্ন, দেব ভকত এই
ছয় পবিছয় পায় মেয়েই ভকত । ভরসাগরত কৃষ্ণ পদ
নৌকাত যি তরি যাব পাবে মেয়ে ভকত । ভর সাগরত
কৃষ্ণক চিন্তি গুরুক কাণ্ডারী লৈ যি পবকালর গতি পায়
মেয়ে ভকত ।

হরিনাম ঘুষি কলি যুগত ।

নিশ্চয় হৈবেক লোক ভকত ॥

ভকতেসে মোর হৃদি জানিবা নিশ্চয় ।

ভকত জনর জানা আমিসে খদয় ॥

মই বিনা ভকতে নিচিন্তে কিছু আন ।

ভকত পরে মই নিচিন্তোহো আন ॥

মই জানা সখি ভকতর পাছে ফুরো ।

যিবোলে তাহাক মই তত্ব কালে করো ॥

ঈশ্বর ভক্তক প্রীতি সদাই বশ্য । ভকত হবলৈ উচ্চ
জাতি হবনেলাগে, ব্রাহ্মনর পরা চাণ্ডাল পর্য্যন্তে ভকত
হব পাবে । ভকতর জাতি কুল বিচারিব নেপায় । ঈশ্বরর
যি জাত ভকতরো সেই জাত, ঈশ্বরর যি কর্ম ভকতরো
সেই কর্ম, ভকত কেতিয়াও নেভাগে, ভকত নিজের
ভবিষ্য আনকো তারিব পারে ।

সেই ভক্তেই কোটি ২ পুরুষ উদ্ধার করি নিজ কুল
আর মাতৃ কুল পর্য্যন্ত উদ্ধার করে । তেনে ভক্তর পিছে
প্রাছে তীর্থ ফুরে, সেই ভক্তই তীর্থকো পবিত্র কবে সেই

ভক্তই কল্পতরু সদৃশ । স্বর্গব কল্পতরু বৃক্ষ পারিজাত
পুষ্প, পৃথিবীর কল্পতরু বৃক্ষ সাধু আৰু ভক্ত । স্বর্গের
পারিজাতব নবটী লক্ষণ, ধর্ম্মে বৃক্ষ, তপস্যায় ছাল, পঞ্চ-
গুণেশিখা, আঠ ঐশ্চর্য্য পুরানর শ্লোকে পত্র, তিনি গুনে
পুষ্প, মুনি সকলে ভ্রমরা, আশি নামেকনা, দশনামে কলি ।
সাধুর শরীরতো এই দরে ভাবিব ।

ভক্ত ভগবন্তর প্রাণস্বরূপ সেইবাবে ভগবন্তর ভক্তকর
এবা এরি নায় । ঈশ্বরব পঞ্চ চিহ্ন ধজ যব ব্রজ, পদ পঙ্কজ
কৌস্তভ মনি, বনমালা শংখ চক্র গদা পদ্ম, নেপুৰ,
কিরিটি মকর কুণ্ডল পীত বস্ত্র আদিকরি যি মান অলঙ্কার
আৰু ঈশ্বরব চিহ্নব বস্তুআছে সেই সমস্ত ভক্ত সকলেই হৈ
গোটেই শরীরত আৱরি আছে । *

আমার অমূল্য যিটো ভক্তি রত্ন ছয় ।

অন্ত্যজেও ব্রাহ্মনক দিবাক পাবয় ॥

ইহাত সংশয় ভৈল যিটো অজ্ঞানীর

কানিবাহা বিধিতাব ভৈল ছেদ শিব ॥

যিটো চাণ্ডালর, কায় বাক্যমনে

সদায় স্মরে ইবি ।

আছে বাহুব্রত, যিটো ব্রাহ্মনর ।

সিসে শ্রেষ্ঠ অতি করি ।

* ঈশ্বর তত্ত্ব ভক্তর তত্ত্ববুদ্ধি-বর কারণে "বৈষ্ণৱ
মালাত" সকলো বুদ্ধিব পারিব ।

যিটো মহাগন্থী, বিশ্বে আপোনাক,
পবিত্র করিবে নারে ।

ভকত চাণ্ডালে, আপোকো তাবে
সমস্ত কুল উদ্ধারে ॥

ভকত পুরুষ, ভকতি প্রকৃতি, ভকতত ভকতি করিলে
হে ভক্তি নিজে, ভকতর বাজে ভকতিব আশ্রয়র ঠাই না-
ই । ভকতিক ভকতে আত্মা স্বরূপে হৃদয়ত স্থাপন করি-
লে তেতিয়া ভকত ভগবন্ত রূপী হয় ।

ভগবন্ত আরু ভক্তি উভয়ে লিখ । “ভগবন্ত ভক্তি
বুল্ল, পুরুষর আত্মা বোধ, মাধবর প্রসাদ মিলয় ।” ভকত
ভক্তি ভগবন্ত তিনিও একে । পুরুষে আত্মা বোধত ভ-
কত ভগবন্ত ভক্তি একে বুলি ধবিলে মাধবর প্রসাদ পায় ।

ভগবন্তর ভক্তব ভক্তি তিনি বিধ যেনে । নিগুণা কেবল
নপ্রেমা বা ভাগবতী । গুরুত জ্ঞানলৈ গুরুক পরিচর্যা
করি সকলো কৰ্ম্ম মানে কৃষ্ণত অর্পিব । প্রানী হিংসা
নকরিব, বিষয়ত বিবকতি জন্মাব, গীতা ভাগবত শুনিব,
ছখীভক দয়া, শত্রু মিত্রক সমজ্ঞান, সকলোকে হাবি বুদ্ধি
করি শ্রবন কীর্তন করাকে নিগুণ ভক্তি বোলে ।

সর্ব পুরুষার্থ ঈশ্বর মেরাত প্রবর্তাব গুরুব উপদেশে
কৃষ্ণত শরণ, কৃষ্ণ মনু গুরু মুখে গ্রহন, গুরু পরিচর্যা
হৃদয়ত কৃষ্ণ রূপ চিন্তা করি অষ্টাঙ্গে বন্দনা করাকে
ভাগবতী বা নপ্রেমা ভক্তি বোলে

প্রথমতে গুরুর আশ্রয়ত উপদেশ লৈ কৃষ্ণত শব্দ লৈ
পঞ্চ তত্ত্ব জ্ঞান মূল মন্ত্ৰ যপি আজ্ঞা বিচার, জীববিচার
কৃষ্ণৰ চাৰি বিধ শ্রবন কীৰ্ত্তন কৰি সাধুত প্রীতি রাখিলে
তাকে কেৱল ভক্তি বোলে। অহিংসাকে পৰম ধৰ্ম্ম
বোলে হিংসা কৰিলে তিনিও বিধ ভক্তি নষ্ট হয়।

সকলো প্রানীক আজ্ঞাকৰূপে ঈশ্বৰ জ্ঞান কৰি
হৰিক ভক্তিলে নিগুণা ভক্তি হয়। ভক্তক প্রীতি
কৰি ভক্তি কৰিলে কেৱল ভক্তি বোলে। চাৰি দণ্ডমান
হৰিত ভক্তি কৰিলে প্রকৃতিক ভক্তি বোলে। প্রহরত
হৰিক সেউৱা কৰি ভক্তি কৰিলে মধ্যম ভক্তি বোলে।
প্রহরত ২১৩ বার হৰিক সেউৱা কৰিলে তাকে উত্তম ভক্তি
বোলে। এই সকল ভক্তৰ যম অধিকাৰ নহয়। যি জনে
হৰিক ভক্তিলো বুলি স্বত্ব হয় তেওঁ ভক্তৰ গৃহত জন্ম হয়।

বিষয়ত থাকিয়া ভকতি নাহি য়ার।

সাধু সঙ্গ লৈয়া কৰে আজ্ঞাক বিচার ॥

আন কৰ্ম্ম কৰি ভকতিত তত্ত্ব পর।

জানিবা উদ্ধৰ গতি সেহিসে ঈশ্বৰ ॥

শম, দম, দান, বজ্জ, সত্য, ধোঁচ, কাম, স্ত্রী, দীন, দুখী,
জ্ঞানী, পণ্ডিত, বন্ধু, সুখী, ক্ষমা, ভুষণ, পথ, বিপথ, মহাধন,
দক্ষিণা, নরক, স্বৰ্গ, ভাগ্য, অবিনাশ, ধনী, ঈশ্বৰ, অনিশ্বৰ
এই বোৱ জিহনে বুজে মেয়ে হৰিপৰায়ণ ভকত হয়।
যেনে—যি আন দেৱ ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ কৰি ঈশ্বৰক পৰম

বাহুর বুলি মানে সেয়ে শম । অতি ছুঃ কষ্টটে । বি ঈশ্বর
 নাগ নেবে সেয়ে দম । হানি আক অত্যাশুিক অপমানক
 যি গছ কবে সেয়ে ক্ষমা । যি ঈশ্বরত মন গিদিষ্টে করিব
 পারে সেয়ে যজ্ঞ । মায়াক পরিত্যাগ করি যি প্রাণীর
 জোহ নিচিস্তি যি ভুতক দয়াকরে নেয়ে দান । ঈশ্বরত
 চিত্ত অর্পন করি যি ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করে নেয়ে
 অবিনাশী মহা তপ । সকলো জমতক যি ইধি ময় দেখে
 সেয়ে মত্যা । কর্মর মল পরিত্যাগ করিব পারিলে তাকে
 শৌচ বোলে । যি জ্ঞান দি ঈশ্বরক দেখাব পারে সেয়ে
 দক্ষিণ । ঈশ্বরত চিত্ত দি নিকর্ষ করিব সেয়ে যজ্ঞ । ঈশ্ব
 রক জানিব পারিলে নেয়ে ভাগা । পুত্র ধন জন অমার
 মানি ভরন কৌষ্ঠাক অক্ষয় পুণ্য বুলি জানিলে সেয়েলাভ ।
 সকলো ভুতত বিষ্ণু রূপে নরক শরীরত ব্যাপি আছে বুলি
 জানিব পারিলে নেয়ে ভুষণ ।

ঈশ্বর গুণ নামকে মহাধর্ম বুলি ধরি যি হরিমব
 দেখে নেয়ে জ্ঞান । একো শাস্ত্র নপাঠিও যি আন ধর্ম
 কর্ম এরি ঈশ্বরর নেরাত প্রবন্ধ করে সেয়ে পণ্ডিত ।
 আন দেহতাক এরি এক মাত্র ঈশ্বরক যি ভঞ্জে সেয়ে
 পন্থ । যি কর্ম কবি চিত্তত একো স্থির নহন্ন সেয়ে
 বিপন্থ । যি জ্ঞানে ঈশ্বরক চিনাব পাবে সেয়ে বন্ধু ।
 ঈশ্বরত চিত্ত দি বাব মনত আনন্দ মিলে সেয়ে স্বর্গ ।
 কাম ক্রোধ ত ময় হৈ যি শ্বরক পাহরিলে সেয়ে নরক ।

ঈশ্বরক ভজিয়া। পাত্র কেবল মনুষ্য হনু, সেই দেহাক
 জীরাঙ্গ। পরমাঙ্গ। রূপ ঈশ্বরক হৃদয়ত স্থি। করি ব্রহ্ম
 বিরাটের সকলো বস্তুকে ক্ষুদ্র বিরাট ত (অর্থাৎ দেহত)
 বি পূর্ণ দেখে সেই পরৌরকে গৃহ বোলে। ঈশ্বরক ভক্তি
 করি বি ভুষ্ট নহয় নেয়ে দবিজ্ঞ। ঈশ্বরক অরহেলা করি বি
 বিষয়ত আশক্ত নেয়ে ছুখী। বিষয়ত থাকিও বি আন
 কর্ম এরি ভক্তির তত্ত্ব পা হয় নেয়ে ঈশ্বর। সাধুর মঙ্গ
 নলৈ ভক্তির তত্ত্ব বুঝি বি পুত্র ভাষ্যাক মোর বুলি
 থাকে নেয়ে আত্ম বাতী। নরতনু নৌকা, সুহৃদ সংসার,
 উপদেশ দাতা গুরু এই নৌকার কাণ্ডাবী, ঈশ্বর তাতে
 অনুকূল বায়ু হৈ এই ছুর্বোব সংসার পার করে। যত
 ঈশ্বরক ভক্ত সকল থাকিব নেয়ে পুণ্য ভূমি না গঙ্গা গয়া
 আদিভীর্থ ॥ ঈশ্বরক কথা যত নিগুণ ভাবে চলে নেয়ে
 থান। “ঈশ্বরক কথা যথা নিগুণ মোহি থান। ঈশ্বরক
 জানিলে নিগুণ হোরে জ্ঞান ॥ বোলয় নিগুণ শ্রদ্ধা
 মোহোর নেবার। নিগুণ গতিক পারে ভকতে আমার।”
 নিগুণ ভাবে ঈশ্বরক জানি নেউবা ধরিন পারিলেই গতি
 হয়।

“ও” শব্দে অঙ্ক দ্বারা “ক” শব্দে দিগন্ত, অঙ্ক দ্বারা দূর কবা
 যি অজ্ঞান অঙ্ক দ্বারা দূর কবি জ্ঞানর প্রাদোষ হৃদয়ত জলাই
 নিব পায়ে মেয়ে গুরু । “ও” মায়াদি গুণ বোধক, “ক” ভাস্তি
 নাপকাব্য “বস্তু” পরম ব্রহ্ম । গুরু সন্তান আর নিগুণ
 অঙ্কগুলি জ্ঞানিব । সেই গুরুকে কৃষ্ণ দুর্লভ মেটরা করিব ।
 গুরুর অপরাধ আচরি ভক্তি করিলে নরক গামী হয় ।
 গুরুত পঞ্চ অপরাধ বটে । ১। গুরুক মনুষ্য জ্ঞান । ২।
 গুরুবাক্য লঙ্ঘন কবা । ৩। গুরু নিন্দা করণ পাতি শুনা ।
 ৪। গুরুর দোষ লক্ষ্য কবা । ৫। গুরুক নিজে নিন্দা করা ॥
 বাজে লোকক দেখাই গুরুত ভক্তি কবি অন্তরত গুরুক
 প্রতি শ্রদ্ধা নেধাকিলে ভক্তি নিদ্রি নহয় । ধর্ম বিবিধেই
 হক গুরুক দেবতা বুদ্ধি কবি গুরু মুখে মন্ত্র গ্রহণ নহলে
 গতি লাভ নহয় । বিচারে ভক্তি, অবিচারে সংসারে,
 ভক্তি বিচারত পতন নাই অবিচারে নরক গামী হয় !
 বিদ্বানে ভক্তি হয় অবিদ্বানে নরক গামী হয় ।

জ্ঞান দাতা গুরুত সকলো সঙ্কল্প ঘটে এতেকে নাম
 দেব ভক্ত তিনিকো গুরুতে অপি দৃঢ় বিশ্বাস করি নমস্কার
 করিব । জ্ঞান দাতা গুরুর স্বর্ণ সূজা নেধায় ।

যোযাত

নিচো মহামতি গুরুজনে, হরি ভক্তি পথ উপদেশ
 দিয়া দুখ ময় সংসার পাব করে ।

ঈশ্বরক ভজিবা পাত্র কেবল মনুষ্য হনু, সেই দেহাক
 জীরাঙ্গ। পরমাত্মা রূপ ঈশ্বরক হৃদয়ত স্থিা করি ব্রহ্ম
 বিরাটর সকলো বস্তুকে ক্ষুদ্র বিরাটত (অর্থাৎ দেহত)
 বি পূর্ণ দেখে নেই পরীক্ষকে গৃহ বোলে। ঈশ্বরক ভক্তি
 করি বি তুষ্ট নহই নেয়ে দখিদ্। ঈশ্বরক অরহেলা করি বি
 বিষয়ত আশক্ত নেয়ে ছখী। বিষয়ত থাকিও বি আন
 কর্ম এরি ভক্তির তত্ত্ব পাই হয় নেয়ে ঈশ্বর। সাধুর সঙ্গ
 নলৈ ভক্তির তত্ত্ব সুবুজি বি পুত্র ভাষ্যাক মোর বুলি
 থাকে নেয়ে আত্ম বাতী। নরতনু নৌকা, সুহৃদ সংসার,
 উপদেশ দাতা গুরু এই নৌকার কাণ্ডাবী, ঈশ্বর তাতে
 অনুকূল বায়ু হৈ এই ছুর্বোব সংসার পার করে। যত
 ঈশ্বরক ভক্ত সকল থাকিব নেয়ে পুণ্য ভূমি না গঙ্গা গয়া
 আদিতীর্থ ॥ ঈশ্বরক কথা যত নিগুণ ভাৱে চলে নেয়ে
 থান। “ঈশ্বরক কথা যথা নিগুণ মোহি থান। ঈশ্বরক
 জানিলে নিগুণ হোৱে জ্ঞান ॥ বোলয় নিগুণ শ্রদ্ধা
 মোহোর দেবার। নিগুণ গতিক পারে ভকতে আমার।”
 নিগুণ ভাৱে ঈশ্বরক জানি নেউবা ধবির পারিলেই গতি
 হয়।

“গু” শব্দে অন্ধকার “রু” শব্দে দিশূন্য, অন্ধকার দূর করা
 যি অজ্ঞান অন্ধকার দূর করি জ্ঞানর প্রাদোপ হৃদয়ত জলাই
 নিবপারে সেয়ে গুরু। “গু” মায়াদি গুণ বোধক, “রু” ভাস্তি
 নাপকাবো “বস্তু” পরম ব্রহ্ম। গুরু সঙ্গ আরু নিগুণ
 অন্ধবুলি জ্ঞানিব। সেই গুরুকে কৃষ্ণ বুলি মেইরা করিব।
 গুরুর অপরাধ আচরি ভক্তি করিলে নরক গামী হয়।
 গুরুত পঞ্চ অপরাধ বটে। ১। গুরুক মনুষ্য জ্ঞান। ২।
 গুরুবাক্য লঙ্ঘন করা। ৩। গুরু নিন্দা কর্ণ পাতি শুনা।
 ৪। গুরুর দোষ লক্ষ্য করা। ৫। গুরুক নিজে নিন্দা করা ॥
 বাজে লোকক দেখাই গুরুত ভক্তি করি অন্তবত গুরুক
 প্রতি শ্রদ্ধা নেথাকিলে ভক্তি নিক্রি নহয়। ধর্ম যিবিধেই
 ইক গুরুক দেবতা বুজি করি গুরু মুখে মন্ত্র গ্রহণ নহলে
 গতি লাভ নহয়। বিচারে ভক্তি, অবিচারে সংসারে,
 ভক্তি বিচারত পতন নাই অবিচারে নরক গামী হয়।
 বিঘ্নানে ভক্তি হয় অবিঘ্নানে নরক গামী হয়।

জ্ঞান দাতা গুরুত সকলো মনুষ্য ঘটে এতেকে নাম
 দেব ভক্ত তিনিকো গুরুতে অপি দৃঢ় বিশ্বাস করি নমস্কার
 করিব। জ্ঞান দাতা গুরুর ঋণ সুজ্ঞা নেখায়।

যোযাত

নিতো মহামতি গুরুজনে, হরি ভক্তি পথ উপদেশ
 দিয়া দুখ ময় সংসার পাব করে।

হেনয় পদম গুরু শ্রবণ, সুজিৎক প্রতিজ্ঞা নিষ্টে,

অন্যত্র উপায় নাহি অঙ্কলিত পারে ॥

ভক্তি উপদেশ মানে “পরম” দি পর কালর উপকারী
গুরু শ্রবণ সংসারের ধন রত্ন দিলেও সুজ্ঞা নহয়। কেবল
নত্ন ভাবে করবোরে নিরহঙ্কার রূপে ভুক্তি পর্যায় করিব।
হরি যেনে অতি দয়ালু হরি ভক্তি পরায়ণ গুরুও সেই
রূপ। হরি আক গুরু দুয়ো পরম দয়ালু, দুই জন এক,
কেবল মাত্র শরীর হে ভিন্ন দেখা যায়। কার্যও একই।
এতেকে শিষ্য সকলে ঈশ্বরক আক বর্ণ ধার গুরুক এক
ভাবিব ভিন্ন ভাব নকরিব নিজ গুণত গুরু ভুষ্ট থাকি বি
ভক্তক অপার সংসার পার করে সেই জন ভক্ত আক হরি
গুরু তিনিও এক।

যোষা।

হবি যেন আতি কৃপাময়, ভক্ত গুরু জনো সেই নয়,

দুয়োজন এক শরীরত মাত্র ভিন্ন ॥

এই সংসারের পার নাই অপার সংসার ইয়ার পার
বিষ্ণুরেই পরম পরমাত্মা রূপে পার স্বরূপ হৈছে। এই
অপার ভর সাগর উদ্ধারর অর্থে বিষ্ণুরেই কাণ্ডার
স্বরূপ গুরু। সেই গুরু পরমব্রহ্ম পদত ব্রহ্ম পারত থাকি
পর পারত পরি থকা জীব সকলক উপদেশি গুরুরে
কাণ্ডারী হৈ ভরসাগর পার করি ব্রহ্ম পাবলৈ নিরে।
এতেকে হরি গুরু ভক্ত একে।

ঘোষণা ।

অপার সংসার নিক্ক আর, বিষ্ণুসে পরম পার যত,
পার আছে তাতে পরম পরমাত্মা রূপে ।
তেন্তে তুমি জানা ব্রহ্ম পার, পর পার ভুত যত পার,
তাসম্বার পার বিষ্ণুসে পার স্বরূপে ।

এই সংসারত বা শরীরত ৫ খন নদী আছে । যেনে
মায়া, শোক, লোভ, মোহ, ভয় । যি সাধু বা ভক্ত, সকলর
মায়া নাই, শোক নাই, লোভ নাই, মোহ নাই, ভয় নাই,
এই পঞ্চ নদী যি এই জন্মত পার হব পারে তেওঁরেই পঞ্চ
নদীর দশ পার, পার হৈ জীব তারিব পারে । অর্থাৎ ভক-
তব মায়া, শোক, মোহ, লোভ, ভয়, একো থাকিব নেপায় ।
যাবনাই সেয়েই নিজেও তারিব আরু আনকো
তারিব ।

গুরুত পঞ্চম অপরাধ ঘটে গুরুনিন্দা, মনুষ্য জ্ঞান,
গুরুত দুরাদৃষ্টি, গুরুবাক্য ত্যাগ, গুরু নিন্দা শুনা ।
এই পঞ্চ অপরাধ হলে শিষ্য গুরুর সম্বন্ধ নাথাকে ।
প্রমাদত থাকি যদি কোনো অপরাধ করে তেন্তে
গুরুক সর্বস্ব অর্পণ করি সেউরা করিব তেহে অপরাধ
ভঞ্জন হয় ।

কৃষ্ণর বত্রিছ অপরাধ । অজ্ঞানে কৃষ্ণমূর্তি পর্শন, বিনা
পৌচে স্নান, অশৌচত কৃষ্ণমূর্তি পর্শন আরু পাদদোদক
ভোজন, বিনাশকে হরি পূজন, পৌষত চন্দন দান,

হেনয় পবন গুরু শ্রবণ, সৃষ্টি থাকে প্রতিজ্ঞা বিষ্টে,
অন্যত্র উপায় নাহি অঙ্কলিত পরে ॥

ভক্তি উপদেশ মানে “পরম” দি পর কালর উপকারী
গুরু শ্রবণ। সংসারর ধন রত্ন দিলেও সৃষ্টি নহয়। কেবল
নত্ন ভাবে করবোরে নিরহঙ্কার রূপে ভক্তি পরমা করিব।
হরি মেনে অতি দয়ালু হরি ভক্তি পরায়ণ গুরুও সেই
রূপ। হরি আর গুরু দুয়ো পরম দয়ালু, দুই জন এক,
কেবল মাত্র শরীর হে ভিন্ন দেখা যায়। কার্যও একেই।
এতেকে শিষ্য সকলে ঈশ্বরক আর কর্ণ ধার গুরুক এক
ভাবিব ভিন্ন ভাব নকরিব নিজ গুণত গুরু তুষ্ট থাকি যি
ভক্তক অপার সংসার পার করে সেই জন ভক্ত আর হরি
গুরু তিনিও এক।

যোষা।

হরি যেন আতি কুপাময়, ভক্ত গুরু জনো সেই নয়,
দুয়োজন এক শরীরত মাত্র ভিন্ন ॥

এই সংসারর পার নাই অপার সংসার ইয়ার পার
বিষুবেরই পরম পরমাত্ম। রূপে পার স্বরূপ হৈছে। এই
অপার ভর সাগর উদ্ধারর অর্থে বিষুবেরই কাণ্ডার
স্বরূপ গুরু। সেই গুরু পরমব্রহ্ম পদত ব্রহ্ম পারত থাকি
পর পারত পরি থকা জীব সকলক উপদেশি গুরুরে
কাণ্ডারী হৈ ভরসাগর পার করি ব্রহ্ম পারলৈ নিয়ে।
এতেকে হরি গুরু ভক্ত একে।

দোষা ।

অপার সংসার সিন্ধু আর, বিষ্ণুসে পরম পার যত,

পার আছে তাতে পরম পরমাত্মা রূপে ।

তেন্তে তুমি জানা ব্রহ্ম পার, পর পার ছুত যত পার,

তাসম্বার পার বিষ্ণুসে পাব স্বরূপে ।

এই সংসারত বা শরীরত ৫ খন নদী আছে । যেনে
মায়া, শোক, লোভ, মোহ, ভয় । যি সাধু বা ভক্ত, সকলর
মায়া নাই, শোক নাই, লোভ নাই, মোহ নাই, ভয় নাই,
এই পঞ্চ নদী যি এই জন্মত পার হব পাবে তেওঁরেই পঞ্চ
নদীর দশ পার, পার হৈ জীব তাবিব পারে । অর্থাৎ ভক-
তব মায়া, শোক, মোহ, লোভ, ভয়, একো থাকিব নেপায় ।
যাবনাই সেয়েই নিজেরেও তারিব আরু আনন্ডে
তাবিব ।

গুরুত পঞ্চম অপরাধ ঘটে গুরুনিন্দা, মনুষ্য জ্ঞান,
গুরুত ছুরাদৃষ্টি, গুরুবাক্য ত্যাগ, গুরু নিন্দা শুনা ।
এই পঞ্চ অপরাধ হলে শিষ্য গুরুর সম্বন্ধ নাথাকে ।
প্রমাদত থাকি যদি কোনো অপরাধ করে তেন্তে
গুরুক সর্বস্ব অর্পণ করি সেউরা কবিব তেহে অপরাধ
ভঞ্জন হয় ।

কৃষ্ণর বত্রিছ অপরাধ । অজ্ঞানে কৃষ্ণমূর্তি পর্শন, বিনা
শৌচে স্নান, অশৌচিত কৃষ্ণমূর্তি পর্শন আরু পাদোদক
ভোজন, বিনাশদে হরি পূজন, পৌষত চন্দন দান,

শ্রীম্মত চন্দন আদান, রক্তম্বলা স্ত্রী পর্শন, ঘণ্টা ভূমিত স্থাপন, পূজা করি পিঠি দর্শন, প্রতিমার আগে ভ্রমণ, কৃষ্ণর মণ্ডিরে ভোজন, সম্বন্ধ বিবাদ, হরির গৃহত উচ্চ আসনত বহন, হরি মণ্ডিবত বাম পদে উঠন, হরি মণ্ডিরত উপালম্ব বচন, হরি মণ্ডিবত খরিকা দাতত লোৱা, ঈশ্বরের নৈবেদ্যক দ্রব্য বুদ্ধি, হরি কীৰ্ত্তনক অপ্রা-
শংসা, কৃষ্ণদেৱক আন দেৱতার লগত তুলনা করা, আন দেৱক উপাসি পাচত কৃষ্ণক নিবেদন, হরি মণ্ডিবত দেৱ-
লাত উঠন বা ঘোৰাত উঠা, হরি মণ্ডিবত অন্ন রন্ধন, হরির গৃহত ভোজন পাত্র প্রক্ষালন, কৃষ্ণ মূৰ্ত্তিক কাষ্ঠ বা ধাতু জ্ঞান, তিতা পুষ্পে পূজন, বিনা নৈবেদ্য পূজন, বিনা আশনে পূজন এইয়ে কৃষ্ণর বত্রিছ অপরাধ এই অপ-
রাধ করি ভক্তি করিলে ভক্তি সিদ্ধি নহয় ।

কৃষ্ণর ভক্ত হৈ পঞ্চ দিন জীবিত থকাও শ্রেয়, ভক্তি হিন হৈ মহত্ৰা বৎসর জীবিত থকাও বৃথা । বিষ্ণু মন্ত্ৰ যার আছে বা বিষ্ণুক যি জানে নেয়ে বৈষ্ণৱ । কৃষ্ণক পাবলৈ ভক্তি করিব লাগে ভক্তি হিন হৈ অশেষ যত্ন করিলেও কৃষ্ণকে নেপায় ।

ভক্তক গালি পরা, ভক্তক প্রহার করা, ভক্তক বিত বস্ত্র হরণ করা । এই তিনি বিধ ভক্তক ঘাটি, এনে ঘাটি লাগিলে ভক্তি নষ্ট পায় । পুত্র ভাৰ্য্যা ভূতাও যদি ভক্ত হয় তাৰা সকলক চরণ বা হস্তর প্রহার কেশাকর্ষণ করিব নেপায় ।

ভক্তর ঘাটি লগালে ভক্তক পরিচর্যা করি ভুষ্ট করিব
কিছু লাঠি চর মারিলে নিস্তার নায় ।

ঈশ্বরর দুই ভাষ্যা; ভক্তি মাতৃ আৰু মায়া মাতৃ, মায়া
মাতৃয়ে জীবক সংসারী করে, ভক্তি মাতৃয়ে জীবক মুক্তি
দিবৈ । সত্ত্ব গুণে বিষ্ণু; রজ্জ গুণে ব্রহ্মা, তম গুণে রুদ্র ।
ব্রহ্মাই শ্রজে, বিষ্ণুরে পালে, রুদ্রে সংহার করে, ঈশ্বর
মধ্যস্থ থাকি ধর্ম অধর্ম প্রবৃতি নিবৃতি সুখ দুখ ভুঞ্জায় ।

পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, অকাশ ইয়ার পবাই দেহার
সৃষ্টি হয় ইয়াকে পঞ্চ ভুতাত্মক বোলে ।

অস্থি, মাংস, নখ, চাল আৰু নোম এইয়ে দেহা । শুক্র,
সুনিত, মজ্জা, মলমূত্র এইকেটা জলর গুণ । নিদ্রা, ক্রোধ,
ক্রান্তি, আলস্য এই কেটা অগ্নির গুণ । ধারণ, চালন,
ক্ষেপণ, শঙ্কোচন, প্রচারণ এই কেটা বায়ুর গুণ । কাম,
ক্রোধ, লোভ, মোহ আৰু লজ্যা এই কেটা আকাশর গুণ ।
যেতিয়া এই শরীর ত্যাগ করে তেতিয়া প্রত্যেক গুণে
প্রত্যেকত লয় পায় তাকে মৃত্যু বোলে ।

আকাশর পরা বায়ু, বায়ুর পরা অগ্নি, অগ্নির পরা
ধুম, ধুমর পরা জল, জলর পরা পৃথিবী, জীব উৎপন্ন হয় ।
পৃথিবী জলত, জল অগ্নিত, অগ্নি বায়ুত, বায়ু আকাশত
লয় হয় । পঞ্চতত্ত্বর পরাই সৃষ্টি হয় আৰু ইয়ার দ্বারাই
লয় হয় । প্রত্যেক দেহতে পঞ্চ তত্ত্ব আছে । রূপ,
বস, গন্ধ, পৰশ দর্শন এই পাচ ইন্দ্রিয় পঞ্চ তত্ত্ব । ইয়ারে

সাকার নাশ হয় নিরাকার নাশ নহয়, সেই বাবে মনকো
নিরাকার করিব লাগে, মন নিরাকার হলে জীবর মুখ্য
হয়। শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মেদ, মাংস অস্থি, ত্বক, দেহা
ইয়ারে তিয়াব, ইয়াকে আত্মা বোলে। এই আত্মার অন্তর
আত্মাক মন বোলে। এই মনেই মানুষক ভাল কবে আর
বেয়াও কবে।

ইরি গুরু পদ সেউরা খাণ্ডা ডাঠি ধর। মন বৈরী
কাটি সুখে ভর নদীতর ॥ মনক জিনিব পারিলেই তিনিও
ভুবন জিনি সংসার তরিব পারে। মনে অনিত্য বস্তুক
সার মানি মোর বুলি তিনিও ত্রৈলোক্যর ধনসম্পত্তি
পালেও আকাঙ্ক্ষা দূর নহয়। যি মনে ইরিগুরু পদ
সেউরার পৰা বঞ্চিত কবে তেনে মনক এই অন্তর দ্বারাই
বধ করিব। অর্থাৎ ইরিগুরু পদ সেউরাত মন লিঙ্গ
ধাকিলে পাপে পশ কবিব নোৱারে। মনে যাক অর্থাৎ
পুত্র ভাৰ্ষা ধন জন যৌবন জীবন এই অনিত্যক সার মানি
ইয়াত মুক্ত হৈ আছে। কিন্তু যেতিয়া ঘোর আপদ মৰণ
শকট আহি ওছব ছাপিব তেতিয়া ধন জন যৌবন গরু
নমিষে চুব করি যমর কিঙ্কবে যমর দাতনালৈ নিব
তেতিয়া এই সংসারত কোনেও বাখোটা নহব। যাক
আপোন ভাবি মায়াত মুক্ত হৈ পরিছে মিসকলে হৃত্যব
পূর্বেই হৃত্যর অর্থে বাজত পেলাবগৈ। হৃত্য মাত্রে
অস্পৃশ্য ঘন আক ভয় জন্মি দেখা মাত্রে বজ্রে স্নান

করি যি মুখত স্নেহেরে চুমা দিছিল সেই মুখ ঘৃণা আক-
 ছয় করি কাপোবেব আরত করিব। সেই মুখত পোণ
 প্রথমে জুই লগাই দি।

এতকে মন ভাইক বশ করি ঈশ্বর চরণত দৃঢ়
 ভক্তিরে বান্ধ লব পারিলে নামকে পরম ধন বলি নাম
 বপিলেই যমর হাত সাধিব পারি। “হরি বীৰ্জনাথ ভাই
 নকরিবা হেলা। এতিগে বাধিবৈ ঘোর শকটের বেলা।”
 যত্নে নমস্কৃত এবার কৃষ্ণ নাম উচ্চবিলেই গতি পাব ২১০
 বার উচ্চরিলে বাকী কেবারত ঈশ্বর হেঁটব ধরুয়া হয়।
 পাণ্ডী অজ্ঞামিত্রের পুত্রের নাম নাভায়ন, মরণের সময়ত
 পুত্রক মাতেমাতেই গতি পাইছে। মদমত্ত হস্তীকূলা
 মনক বড়াই নিদি ভক্তির অঙ্কুশে টানি ধরি মনক দগাই
 রাখির।

নবতরুর, তালু মূলক চন্দ্র, নাভি মূলত সূর্য্য, সূর্য্যের
 আগ ভাগত বায়ু, চন্দ্রের আগ ভাগত মনর বসতি, চন্দ্র
 সূর্য্যের আগ ভাগত প্রানর ঠাই। দেহের উর্দ্ধ ভাগক ব্রহ্ম
 লোক, অধোভাগক পাতাল, উর্দ্ধভাগ মূল, অধোভাগত
 ডাল, এই দেহা বৃক্ষ বা এইয়ে সংসার বৃক্ষ। সংসার বৃক্ষের
 ইন্দ্রিয় সকল ডাল চৌরিছ তছে তেজ মাংশ হার, বেদর
 চণ্ড সকলে বৃক্ষের পত্র, ধর্ম্ম অধর্ম্ম দুয়োবৃক্ষের সুখ দুখ দুই
 ফল। জ্ঞানে বৃক্ষের গার, অজ্ঞানে বৃক্ষের চাল। এই
 বৃক্ষের ৯টা ছিদ্র আছে যেনে ২ চক্ষু ২ নাসিকা ২ কর্ণ,

মুখ, গুহা, লিঙ্গ ইয়ার ভিতরত জীর আত্মা পৰমাত্মা পক্ষী রূপে বাস করে। ইয়ার ভিতরতে জীর তিনি বিধ বন্ধা, কলঙ্কা, অন্ধ চিদঙ্কা, এই তিনি জীরত তিনি থান। বন্ধা জীর অনন্তর পরা, কলঙ্কা ব্রহ্মার পরা, চিদঙ্কা বিষ্ণুর পরা আছে, ধর্মাধর্ম আচরণ অনুসরি সুখর ফলত নিজ ঠাই পার দুর্ধর কণত নরক গামী হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডত সকলো জীর ব্রহ্মার অংশ তথাপি ইয়াত জ্ঞানী, কর্মি, বোগী, সংসারী আর ভকত পাচ প্রকার হয়। জল সাইব পরা জীর আহিলে জ্ঞানী, অনন্তর পরা আহিলে বোগী হয়। পালক বিষ্ণুর পরা অহা জীর কর্মী হয়। প্রকৃতির পরা যি জীর আছে সেয়ে সংসারী। ঈশ্বরর নিজ অংশে যি জীর আছে সেয়ে ভকত হয়।

“দেবর বাধনি ইটো ধন্য নর কায়। ইহেন মনুষ্য জন্ম নেপাবা দুঃখই ॥ দুঃখ মাননী জন্ম ভারতত পাইলো। তোমাক নেমেবি বৃথা জন্ম গোবাইলো ॥” এই মাননী জন্মত ঈশ্বরক নভজি ধন, জন, যৌবন, ঐশ্বর্যত যি ভোল হৈ হরিব বিমুখ তেওঁ আত্মাঘাটি। তেওঁ এই জন্মত এই জ্ঞান নেপালেও যেতিয়া যমর বিকৃতাকৃতি কিঙ্করে ধরি নি মহা নরকত যাতনা ভুঞ্জাব তেতিয়া ভাবিব যে মানবী জন্ম বিকলে নিয়াই নিজর জোহ নিজে আচরিলো।

ঐশ্বর্য অষ্ট প্রকার অনিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা,

প্রকাশ্য, ইন্দ্রিয়, বশিত, আর কামবশ্যায়িতা,। অনিমা
পরমানুপ্রাপ্তী, মহিমা, মহত্ব প্রাপ্তী, লঘিমা লঘুত্ব প্রাপ্তী
গরিমা গুরুত্ব প্রাপ্তী, প্রকাশ্য হাততে ঈশ্বরক প্রাপ্তী,
ইন্দ্রিয় ঈশ্বরক প্রাপ্তী, বশিত সকলোকে বশ রাখা, কাম
বশায়িতা যদেচ্ছা প্রাপ্তী। মহা ভক্ত সকলে ইয়াকো
ভুচ্ছ ভাবি কেবল ঈশ্বর চরণত ইহ কালে পরকালে
নেপায়গিরিলৈ নাঞ্চা করে।

মানুষ যেতিয়া জন্মের গর্ভের পরা বান্ধ হৈ পৃথিবীত
পরে মেয়ে জন্ম। যেতিয়া শরীরের ইন্দ্রিয় জীর জাজ্জা
পরমায়াই নৃতিকাময় ভাণ্ড ত্যাগ করি স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান
করি স্থানে স্থানে লয় যায় তেতিয়াই এই দেহের পতন
বাহুত্বা বোলে। জন্ম ছুবার, প্রথম মারব গর্ভের পরা
অন্তুটি দেহা জন্ম পায়। এই দেহাক যিদিনা গুরুর ওচ-
রত অপবিত্র শরীরক পবিত্র করি ব্রহ্মময় তনু করিব পারে
মেয়ে আচল জন্ম। মাতুর গর্ভের পরা ধরা জন্মত
সংসারি মায়া ময় তনু লাভ হয়। গুরুর ওছরত জ্ঞান
লাভ করি গোটেই শরীর নূতন গঠন করি প্রত্যেক
অঙ্গ ত ব্রহ্ম লগাই দিব্য জ্ঞান লাভ কনাই আচল জন্ম।

ব্রাহ্মন সকলে সংস্কার করি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাকে
দ্বিচ্ছ বোলে অর্থাৎ ছুবার জন্ম ধরার বাবে দ্বিচ্ছ। ভক্ত
সকলরো শরন ভজন ভক্তিয়ে দ্বিতীয় জন্ম হয়। জন্ম
সময়ত জাতক বিশুরে কান্দে আরু আন সকলে হাছে।

যত্ন সমবত নিজ হাঁহি তাঁহি নিদাই লৈ আনক কন্দুরাই
 বাব পারিলেহে মনুষ্য জীবনর মার্থক হয় । মানুষে
 মানুষ বৃত্তি অবলম্বন করি স্বর পরায়ন ভক্তি পনায়ন হৈ
 দান পুণ্য করি সদ কীৰ্ত্তি প্রকাশ কনিলে গবিও অমর হয়
 আরু তাকপ্রতি স্মরণ করি লোকে সজাই কান্দিন তেওঁর
 পরকালত তৈ কুণ্ডল বান হয় । অকীৰ্ত্তি করি হিংসা,
 চোর, মিছা, বেয়া দস্ত অহঙ্কার লোভ মোহ কাম
 ক্রোধত বশ হৈ মনুষ্য জ্ঞানর বাহির হলে এই কালত
 লোকর ভংগ ॥ আরু মিন্দার পাত্র হন, পর কালত ঘোর
 নরকত বাস করি যমর বাতনা মগা করিন লাগিন আরু
 তার নিস্তার নাই । মানুষ জন্ম ধরিলে ইহ কাল পর কাল
 দুই কালতে যি রক্ষা পাবিব পাবে তাহে মঙ্গল । বোবাতি
 যেনে—ধনা কলিযুগ, ধনা রাম নাম, ধনা ধনা নরকায়া ।
 ভাগ্য হীন জনো যদি বাম নাম ভরন ছুড়ব মায়া ।
 কলিযুগ ধনা, রাম নাম ধনা, ইয়াতকৈয়ো ধনা ধনা
 নরতনু । কারণ মন্দভগিয়া জনো বাম নামলৈ মায়ায়
 সংসারর পরা রক্ষা পায় ।

অপুন জন্মনি জন্ম ভাবেতে লভতে নর ।

যন্তুং কেরোতি বিফলং ন শোচাঃ সর্দ জন্তু চ ।

যি পরম পবিত্র ভারত ভূমিত জন্ম লাভ করি হরি
 ভক্তিত বঞ্চিত হল নি সকলোর ভিতরত অধম তার
 সুবর্ণ ময় জন্মক পিষ্ঠা তুল্য করা হয় ।

সত্য, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, এই চাৰিটি ধৰ্ম্মৰ চাৰি চৰণ ।
নিজে সত্য হৈ সত্যত প্ৰাৰ্ভিলে, এই লোকতে সকলোৱে
সত্যবাদীক বিশ্বাস কৰি আদৰ কৰিব । সনাতন ধৰ্ম্ম
সত্য, এই সত্য সনাতন ধৰ্ম্মত প্ৰাৰ্ভি ধৰ্ম্ম সত্য বুলি
বিশ্বাস কৰি সদাই সত্য ভিন্ন অন্ত্য মুখত নানিলে
পৰকালত ঈশ্বৰক পায় । সেই বাবে নিজে সদায় সত্যত
থাকি নাম গুৰু দেৱ ভকত ইয়াক সত্য বুলি ভাবিলেই
ধৰ্ম্মৰ প্ৰথম চৰণ হয় ।

শৌচ মানে শৰীৰৰ মল দূৰ কৰা অৰ্থাৎ শৰীৰত বিমান
অপবিত্ৰ ভাব আছে তাকে দূৰ কৰা । গুৰুৰ দ্বাৰা
পবিত্ৰ জ্ঞান লাভ কৰি নাম গুৰু দেৱ ভকত চাৰিকো
একে দেখি অন্তৰত দিব্য জ্ঞানৰ প্ৰদীপ জলাই অপবিত্ৰ
অন্ধকাৰ দূৰকৰি ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তী কামক সুবৰ্ণ আৰু ঈশ্বৰ
বিৰোধ কৰ্ম্মক, যি কঠিৰাৱৎ দেখিব সেয়ে শৌচ ।

যদি অন্তৰত গোটেই জগতক ব্ৰহ্মময় দেখি বিকাৰ লক্ষ
নকৰে, অপবিত্ৰ ভাব মনত নাহে পবিত্ৰ ভাব বিচলিত
নহয় তাকে শৌচ বোলে । সেয়ে হলে ব্ৰহ্মময় হৈ
ব্ৰহ্মত লীন যাব পাৰে ।

ক্ষমা মানুহৰ ভূষণ স্বৰূপ সদাই শৰীৰত ৰাখিব ।
আনে নিজৰ পিতৃক বা পুত্ৰক বধ বা সৰ্ব্বস্ব লুটি নিলেও
ভাব প্ৰতিশোধ নলে যি তাক অভয় দান দিয়ে সেয়ে
ক্ষমা । ক্ষমাশীল জন ঈশ্বৰ শক্তি । ঈশ্বৰ কৃষ্ণই ভূত

মূনির কঠোর চৰণর গ্রাহ্য বৃক্টি পায়ো তেওঁক প্রতি
ক্ষমা করি মূনিকহে অনেক স্তুতি কবিছিল। এতিয়া
ভক্তেও সেইরূপে ক্ষমা গুণ প্রকাশ করি দোষকে গুণ
বুলি ধারণ করিব। তেনেজন ভক্তর পুনর সংসারত
জন্ম নহয়।

যি পরর দুখ দেখি সেই দুখ নিজর শরীরত যেন অনুভব
করিব পারি নিজে সেই কষ্ট সহ্য করি দুখর দুখ ছর
করিব পারে মেয়ে দয়া। ধনীয়ে নিধনিক ধন দান,
বৈদ্য রোগীক পরিষত্ব করি বিনামূল্যে দরিদ্রক ঔষধ
দান। পণ্ডিত সকলে অজ্ঞানীক প্রাণপনে যত্ন করি জ্ঞান
দান করা। শিষ্যক প্রতি যত্নে পরকালর বিত প্রদান
কবি এই সংসারর পরা ত্রান করি পরকালত জীৱর সদগতি
যি সাধু গুরু সকলে দিব পারিছে মেয়ে দয়া।

ঘোষাত—

কলির লোকক, পরম কুপালু, ক্রোধে করিলন্ত দয়া।

মোর গুণ নাম, গায়া মহাসুখে তরয় ছষ্টর মায়া ॥

ক্রোধে কলির লোকক দয়া কবি নাম রাখিছে সাধু
গুরু সকলে সেই নাম বস্তুক চিনাই দি জীৱ সমূহক পৰি
ত্ৰান করি ইহ পরকালর যি হিত সধন করিছে মেয়ে
আছিল দয়া।

দয়াতে ধর্ম উৎপন্ন হয়, নত্যাৎ ধর্ম প্রবর্তে, ক্ষমাত
ধর্ম স্থাপন হয়, আরু লোভত সকলো ধর্ম নাশ পায়।

এতেকে সত্য দয়া ক্ষমা ইয়াক প্রাপ্যপনেও নেরিব।
অহিংসা ভাবে থাকিব পারিলে পরম ধর্ম লাভ হয়।
যেনে—“অহিংসো পরমো ধর্ম ॥”

মেরু তুল্য ধন হলে পুণ্য বা ধর্ম নয়। সেই ধন
য'ত যেনে দবে দান করিব লাগে সেই দরে দান
করিলেহে পুণ্য বা ধর্ম হয়। ধন থাকি দান নকরিলে
সেই ধন অনার। ধন থাকি যদি পর কালত অধোগতি
হৈ যমব বাতনা ভুঞ্জিব লগাত পরে তেঁস্তে সেই ধন
নিষ্ঠার তুল্য। ধনেরে ধর্ম কার্যাবোব পূর্ণ করিব
পারিলেহে ধনে ধর্মের ফল। যি লোভ আর হিংসার
বশবর্তি তেঁও বহুতীর্থ দান ভক্তি অনেক করিলেও
নিষ্ফল। যি মুখত পর নিন্দা হয় সেই মুখে সহস্র নাম
কোঁড়ন করিলেও কোনো ফল নয়। যি চুরকরে তেঁও
সুমেরু তুল্য সুবর্ণ দান করিলেও কোনো ফল নয়।
য সদায় পরক আশাকরি থাকে তেঁও বহুদিন জীবিত
থকার কোনো ফল নয়। এই কথা কেইটি যত্নে রক্ষা
করিব পারিলে স্বধর্ম রক্ষা পারি নহলে অমোচন পাপ
আর আর্জিত ধর্মও নষ্ট পার।

ঈশ্বরতকৈ ঈশ্বরর নাম শ্রেষ্ঠ, নামতকৈ গুণ শ্রেষ্ঠ।
ভগবন্ততকৈ ভকত শ্রেষ্ঠ। রামচন্দ্রে নেতু বাঙ্কি
সাম্বর পার হৈছিল, হনুমতুই নামর বলত আপমারিয়েই
পার হল। পাপী অজ্ঞামিলে নামর গুণতে গতি পাই-

ছিল। ভকত নহলে ভগবন্ত অবির্ভাব হব নোৱাৰে, বতে ভকত ততে ভগবন্ত। বত ভকত নাই তত ভগবন্তও নাই। বত মহাভক্ত থাকে তাতেই গঙ্গা, গয়া, কাশী আদি কৰি সকলো তীৰ্থ বাস কৰে, সেই তীৰ্থ ভকতৰ পাছে ২ ফুৰে। মানুহে যিমান পাপ কৰে সেই পাপ তীৰ্থ কৰিলে ক্ষয় পায়। তীৰ্থত যদি অক-
স্মাৎ বাটি অপৰাধ লাগে তেন্তে সেই পাপ মোচন নহয়। ভকত সকলে তাকে ভানি বহুতে তীৰ্থ ক্ষেত্ৰলৈ নগৈ সাধু সঙ্গত পবিত্ৰ হৈ ভকত বৈষ্ণৱ সাধু তীৰ্থতে স্নান কৰে।

দেৱতীৰ্থ কৰি ভকতেসে বব।

ভকতক ভুজ্জালে গুছে কৰ্ম্ম জড় ॥

ঈশ্বৰক অৰ্পিত বস্তু ঈশ্বৰে নেখায়। ভকত সকলে ঈশ্বৰক অৰ্পিত বস্তু ভোজন কৰি মুখত যি সোৱাদ পায় সেই সোৱাদ ভকতৰ মুখৰ পৰা ভগবন্তে টুকি লয়। ভকতে ভোজন কৰি অন্তৰত যি তৃপ্তি লাভ কৰে সেই তৃপ্তি ভগবন্তে টানি লৈ ভকতৰ লগতে ভগবন্তে ভকতত কৈ চতুৰ্গুণ সন্তোষ হয়, সেই বাবে সকলোকে পাছ কৰি ভকতক ভোজন কৰোৱা সকলোত কৈ শ্ৰেষ্ঠ তেতিয়া মনুষ্যৰ কৰ্ম্মজড় আৰু নেথাকে।

বাতি যেতিয়া মানুহ নিদ্ৰাত অচেতন হয় তেতিয়া শৰীৰৰ বদমাৰ মলিন হয়, প্রত্যেক নোমৰ গুৰিয়ে অনেক

মল বাহির হৈ জাম ধনি থাকে নেই গোর গোটেই অপবিত্র
সেই বাবে প্রাণঃ কালে ঐ প্রথমতে চকু মূখ হাত ধরীর
ধারণা করিছে । তার পাছ ৩ মল মূত্র ভাগ করি শরীর
শোধনর অর্থে প্রকালন করাকে স্নান বোলে । এই স্নানর
ফল শরীর শোধন ও ১২ শরীর পবিত্র করা । শোক, দুখ
দূর হৈ শরীরর ত্রীলাবনা আরঃ কাণ্ডি বুদ্ধি বৈজ শক্তি
আয়ু বুদ্ধি হৈ মন প্রফুল্ল থাকে । স্নান নকরা কৈ ভোজন
করিলে মল মূত্র ভোজ্য করা তুল্য হয় ।

যেনে “গঙ্গা স্নানী মলং ভূক্ত পুষ্য দোষিতম ।”

বিনা স্নানে যপ হোম গুরু দেউরা ইত্যাদি দৈঘর উপাসনা
করিব নেপায় । অপবিত্র শরীরক শুচি করিহে আন কাম
জাবস্ত করিব । মল ভাগ করিলে শৌচ সদা চারর যি
যি অঙ্গত বিমান মাটি জল লবর নিয়ম আছে সেইমতে
লৈ স্নান করিলে হৈ শরীর পবিত্র হয় ।

জল রূপী নারায়ন । মল ছুব করি শরীর পবিত্র করোটা
জল ভিন্ন একো নায় । এতেকে বৈষ্ণব সকল আক গোটেই
হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলে শৌচর বদ দোষ দূর করনর অর্থে
শৌচান্তেই স্নান করি পবিত্র হোরা বিধি । সেয়ে নহলে
শরীর শুচি মহয় । শৌচ করোতে শৌচর লগে লগে
নোমর গুরিয়ে শৌচর বদ গন্ধ আক মল দোষিত জল
বাহির হয় সেই বাবে শৌচ করি স্নান নকরা লকে দিজেও
অশুচি ভাবত থাকে, আক আনেও অশুচি ভাবত পদ

নকৰে । স্নান কৰোতে শৰীৰৰ সেই মল দূৰ হোৱাৰ বাবে স্নান কৰা পুষ্কুৰীৰ জল ভোজ্য । দিগ্ধিক বুলি পুথিৱে কৈছে । তাকে লক্ষ্য কৰি গৰ্ণ মেণ্টেও কোনো চৰকাৰী পুষ্কুৰীত নামি স্নান কৰা নিষেধ কৰিছে ।

স্নান কৰোতে গঙ্গাৰ জলত স্নান হৈছে বুলি জ্ঞান কৰিব । স্নান কৰোতে ভাবিব হৈ নিযু পাদোদকী গঙ্গা জল ৰূপী নাৰায়ন অপবিত্ৰক পবিত্ৰ কৰোঁট । ভূমি, মই তোমাৰ পবিত্ৰ জলত স্নান কৰিছোঁ মোৰ অপবিত্ৰ শৰীৰক পবিত্ৰ কৰি পৰিত্ৰান কৰা । এনে ভানি “পুণ্ডৰী কাক্ষ” নাম স্মৰন কৰি অতৰ শুদ্ধ কৰিব । অতৰ প্ৰাকালন হৈতু শুদ্ধৰ পাদোদক বুলি ভানি তিনি চলু পানী ভোজন কৰিব আৰু মৃতত লব তেতিয়া দেহত পবিত্ৰ জ্ঞান লাভ কৰি বৈৰাগ্য সিদ্ধি পৰম ব্ৰহ্মক লাভ কৰিব পাৰে । যেনে “জ্ঞান বৈৰাগ্য সিদ্ধার্থঃ শুক পাদোদকঃ পিবেৎ ॥”

মানুহে ভূমি জল পৰ্শ কৰি পবিত্ৰ হব পাৰে, সেই বাবেই শৌচাত্তত মাটি জল লৈ পবিত্ৰ হয় । শৌচৰ বদ শুন যিমান দ্বিনি হব পাৰে সেই দোষ যিমান বাৰত নিৰ্দ্দোষ হব পাৰে সেই অনুসাৰেই ঋষি মুনি সকলে ব্যৱস্থা কৰি এই বচন লিখি ছ । যেনে—“একালিঙ্গ গোদেহিঃ তথা বাম কৰে দশ উভয়ে সপ্তদাৰ্ভবা যদা শুদ্ধি ভবেন্নর ॥ এই লেখ সাধাৰণত নিমিত্তে হৈ । বৈষ্ণৱ আৰু সদাচাৰী সকলৰ পক্ষে এই লেখ নহয় ।

এনেদবে স্নান করি সমস্ত পবিত্র ভাব আহিলেই ঈশ্বরক
প্রতি ধ্যান করা কর্তব্য । ভাই মুখে বোলা নাম, হৃদয়ে
ধরা রূপ । এতেকে মুকুতি পাইবা কহিলো স্বরূপ ॥”
গুরুর উপদেশ মতে মুখে নাম বুলি অর্থাৎ নাম পরিচয় হৈ
নাম বপ করি ঈশ্বররূপ গুরুত অর্পণ করি সেই নাম, সেই
ঈশ্বর, সেই গুরু নিজের পরমাত্মা সমে একে করি দিবা চক্ষুর
দ্বারা ঈশ্বর হক আত্মা তিনিকো একত্র দেখি নেউরা করা
নাম গুরু নেউরা । স্নান করি পবিত্র হৈ গুরু নেউরা
নকরিলে হাতীক গা ধুৱালে যেনে নিষ্ফল ইয়ো তেনে
দরে নিষ্ফল হয় ।

গুরু নেই বা অন্তত নিজের যি যি অঙ্গ ও যি কেজনা
দেহভা আছে তাক নদাই স্মরণ হবর কাননে অর্থাৎ
দেহটো ঈশ্বর ময় করিবর অর্থে আক সেই কেজনা সেই
ঠাইত থকার চিন স্বরূপে একোটি তিলক প্রদান করিব ।
যেনে—ললাটে কেশবঃ বিদ্যাঃ কণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তম ।

গোবিন্দ দক্ষিণ পাশ্বে বামে ত্রিবিক্রম ॥

হৃদয়ত মাধব নাভিত নারায়ণ ।

মূর্ধ্বে বিষ্ণু কর্ণ দুইত শ্রীমধুসুদন ॥

পূর্থে পদ্মনাভ জব মধ্য হৃষীকেশ ।

বাহুমূলে বাসুদেব নাম সুবিশেষ ॥

তথা বাম বাহুত স্মরিবে দামোদর ।

এহিক্রমে তিলক ধরিবে ভক্ত নর ॥

হরিব্রহ্মদ্বাদশ নাম পরম পারম।

দ্বাদশ অদ্বৈত আশি কবিরে কীৰ্ত্তা ॥

এই কেজ্ঞা এই ঠাই ত স্থিত হৈ সর্বদা আছে বুলি
সেই অক্ষর সেই দেবতার নাম লৈ তিলক ধারণ করি করল
হরিময় হব। ইয়ার পাহত বক্তিমত নাম কীৰ্ত্তা করিব
কীৰ্ত্তনের পাহত শ্রবক প্রভু প্রবাদ ভুঞ্জিব। শ্রবক
অর্পিত নৈবেদ্যাদিক কোনো সকলে প্রবাদ বোলে আক
কোনো সকলে নাজ গোলে। নাজ মানে যি বস্তু শ্র-
বক শরাইত নজাই দিয়া হয় সেয়ে “নাজ।” অনেক
দ্রব্যক গোটেই সকলোকে এক করি নজাই দিয়াকে “নাজ
বোলে। নাজি পারি যি যি বস্তু বা নজাই পরাই শ্রবক
আগত অর্পনা করা হয় সেয়ে নাজ। নাজ শব্দে নজ বস্তু
আন দ্রব্যক নজ বস্তু বুলি নজালে নাজ হয়। দোকানর
মাহ, চাউল, কল, নারীকল ইত্যাদি ভাবি ঈশ্বরক
দিলে তাক গ্রহণ নকরে। মায়ায় শরীরক যেনেকৈ
দ্রব্য জ্ঞান লাভ করি গোটেই শরীরক ব্রহ্মময় দেখে
ঈশ্বরক অর্পিত দ্রব্যকো বিচার মতে প্রত্যেকতে ব্রহ্ম
লগাই দ্রব্যক পরম পবিত্র (ব্রহ্মময়) করি নাজি দিয়াকে
নাজ বোলে। মেউরা বা সকামত নিমন্ত্রিত সাধাবন
মানুহকো ভকত স্বরূপা ভগবন্ত ঈশ্বর বুলি মানিব।
সেই ভকত ভগবন্তক অর্পিত গোটেই দ্রব্যক ব্রহ্মময়
ভাবে নজাই দি নাজ শব্দ লগাই সুবর্ণময় কবি অর্পণা

করিব। ভাতক ভাত শব্দ ব্যবহার নকার ভকতে
ভোক্তার সমকক্ষ যেনেকৈ অন্নক “ব্রহ্ম” বুলি স্থির করি
“অন্ন ব্রহ্ম অন্ন ব্রহ্ম অন্ন ব্রহ্ম নার। অন্ন ব্রহ্মই করিয়াছে
জগত উদ্ধার।” এই মন্ত্রের দ্বারা কার্য থাকে অন্নও
ব্রহ্ম, ভোক্তা ব্রহ্ম, ভোগ্য ব্রহ্ম ভাবি নেত্রী করে
যেই দবেই ইশ্বরকে ভূষিত জানি দ্রব্যাকো “ব্রহ্মময়” করি
সাজি দিলাকে রাজ্য গেলে। এই শব্দ আজি কালি সাধু
সন্ত মুখত প্রায় লোপ পাইছে। সাজ শব্দ ব্যবহার
অতি ইন্দ্রিয়, শব্দক দেহ চরিত্র, পুরুষভূম চতুর্ভূজ ঠাকুর
চবিত্রত লিখা আছে আর এই শব্দ তোহরা ব্যবহার
করিছিল।

যেনে—ভক্তক যেমি রস আভাস মনত ।

সবাকো দিলন্ত দাসা পরম স্নেহত ॥

সাজ পাতি দলা সবে ভোজন করিলা ।

ভনন্তে ভক্ত সনে বসন্ত বাসলা ॥৪১৭

দেহ চতুর্ভূজ সভা মাঝে বসিলন্ত ।

তাবা বন বধা বের চন্দ্রমা ছলন্ত ॥

(নিদ্রাই ওজাকৃত ঠাকুর চিত্র ।)

ভোজনত ।। গুণের ও বচনিকা লভি গুরু পা চিত্র

লৈ সেই ব্রহ্ম অন্ন ব্রহ্মক, অন্নর পবন ব্রহ্মক মোহাব

শাক শব্দরূপে স্থায়ত চিত্রি, জ্ঞানার্জন নামা স্থান করিব ।

বহন । বহাশাবী বা কঠক ভক্ত সকলে পবন

বিচারিত গুরুত শিক্ষা লব। যাননি অনিষ্টে তা দরজা
 সেই জ্ঞান নাম চিহ্নিহে সকলোকে ব্রহ্মময় কোঁড় ভকতে
 ব্যবহৃত লগায়। কোন নামে আনন কাক চিহ্নি আসনত
 বহিব ইত্যাদি জ্ঞানিলেহে ভক্তব চিহ্ন হব। আসনত
 বহোতে প্রথমতে আননক মানা করিতস্ত পক্ষি অহর
 আত্মক সেই আসনত বহুরাই পাছ হ নিজে বহিব। সেই
 আসন নিজক দিছে বুনি নেতাবি স্মরণ পরমত্না শবক
 দিছে বুনি ভাবিব।

শয়ন। ব্রহ্মকে আদি করি কীট পটঙ্গ পর্যন্ত যিমান
 জীব আছে সকলো মায়া দয়া। ত অ চ তন হৈ পবি পাছে
 এক মাত্র পদম ব্রহ্ম চৈতন্য মঃ সনাতন। শর কৃষ্ণক জ্ঞানব
 পাবিলে অচেতন জীব মুক্তক মায়া শব্দাব পর। জগাই
 নিয়ৈ।

দোষ।

ব্রহ্মা আদি করি যত জীব, নাম বাম রাম রাম রাম,
 মায়া দয়া মাজে আছেহো ঘুটি বাই
 ভুমিসে চৈতন্য সনাতন, রাম রাম রাম রাম বাম,
 অমি অচেতন নিয়োক নাথ জগাই।

এতেকে মানুহে মায়া শয্যা ত নপরি শয়নত ভক্তি
 শয্যা স্থাপন করি লৈ শয়ন কবিন। যেনে—ঈশ্বর কৃষ্ণর
 ব্রহ্ম শীতল চরনের চাবাক ভক্তর গৃহ বুনি ভাবিব নিজর
 ঘনক ডাকর গধুর গিলষণে ভাবি তলত মনক থাপিব।

সেই ম। সিলান ওপর ভক্তি শব্দা গর্পিব। সত্য শোচ,
 ক্ষমা, দয়া, এই চারটি য়ে খুটা পরমার্থ বিচারত সৎ নক্ষর
 নতোষে খাটর পাত, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, স্তুতি জার বির কতি
 ইয়াকে খাটব চারি শলা। নব বিধ ভক্তিয়ে সম্পূর্ণ খাট
 পঞ্চ ভূতে চোচলি, চারি পুরুষার্থে গাঠনি। সান্ত্বনীয় মনে
 বাবি পাতি। নম্র ভাবে তুলি, প্রেম ভক্তিয়ে বস্ত্র, গুরু
 শিক্ষাই গুরু, গুরু শিক্ষা নিশ্বাসে জাপর কাপোর, সদা
 চারে অটুয়া। এই রূপে ভক্তি শব্দা স্থাপন করি ইশ্বর
 কৃষ্ণর পদ পঙ্কজ মাঠা তরাখি শয়ন করিলে ভক্তি শব্দা
 হয়।

গমন। কোনো ফালে যাত্রা রোতে প্রথমে ইই
 গুরুক স্মরণ করি আগতে গুরুক লব, পাছত সক্ষর
 ভক্তক লে নিজে মাজতে যাব। যাত্রা কালত ইশ্বর
 “বামন” নাম স্মরণ করিব। পথত যাওতে কোনো
 ঠাইত হরিকীর্তন করা শুনিলে সেই দিশক প্রতি মনতে
 ভক্তি ভাবে প্রণাম করিব। কোনো হরি মণ্ডির দেখা
 পালে সেই মণ্ডিরক প্রতি মনতে ভক্তি ভাবে প্রণাম
 করিব। হরি ভক্ত সাধু মহন্তক দর্শন হলে সেই সকলক
 ইশ্বর তুল্য দেখি নমস্কার করিব। ভ্রমণ কবোতে যি
 এনে ভাব আচরণ কবে তেওঁ নিজেই অচ্যুত স্বরূপ
 হয় অর্থাৎ ইশ্বর তুল্য হয়। সববে। কামতে ইশ্বর
 একোটি নাম আবে সেই নাম স্মরণ করি সেই কাম করিবে

ভক্তি নিমিত্তক । যেমন যেমন খাউতে ঐশ্বর্য, ভোজনিত
 জাদি, শরীত পদ্মাভ, সিংহিত প্রজাপতি, যুদ্ধত
 চক্রধর, প্রাণীত ত্রিক্রম, যত্নর সময়ত মায়ায়ন,
 হুঃ প্রত গোবিন্দ, শঙ্কটে মধুদন, অনগাত নবসিহ,
 অগ্নিত জলশাবি জলব মাজ . নারাহ, পরিতত রঘুনন্দন,
 গমনত বামন, সকলো কার্যতে মধুদন ।

ধর্ম প্রবাহিত পন ধর্ম ৭পন্ন হৈছে । যিহনে আমি
 অনেক কালর পরা পুরুষানুক্রে ম ব'র চলি আহিছো সেরে
 ধর্ম, অর্থাৎ যাক ধর্ম হয় সেয়ে ধর্ম ।

মানুষ— যাক বোলে সিজ্ঞানী অর্থাৎ কর্তব্য অকর্তব্য
 আর শরীরত বিচার আছে । যি জ্ঞান তীন হৈ পশু ব্রতি
 অবলম্বন করি কর্তব্য অকর্তব্যর বিচার নাই সয়ে অমা
 নুষ । মানুষ মাত্রেই শাস্ত্রোক্ত মতে ধর্মক ধবি যি পর
 কালত গতি লাভ কর সেয়ে মানুষ । স্বর্গ স্মরণ বাঞ্ছা
 নকরি আত্ম ভুঞ্জির অথৈ যি অগরস্তক ভক্তি করে সেয়ে
 পরম ধর্ম । অর্থাৎ শুকত আশ্র ভকতত প্রীতি কনি ধর্ম
 করিলে তাকে পরম ধর্ম বোলে । কলিত নাম কীর্তন করি
 গতি পায় সেই বাবে নামকীর্তনকে যুগ ধর্ম বোলে ।

ধর্ম বুলি যি কাম করাহয় তাত যদি অধর্মর বিবোধ
 বটে তেহে তাকে বিধর্ম বোলে, তার দ্বারা জীবর
 সমগতি নহয় । আন ধর্মা বলখী সকলর অনুকরন করি
 ধর্মর বি কাম করা হয় তাকে পর ধর্ম বোলে, তেনে

ধৰ্ম্ম ধাবী সকল নবক গামী হয় । আচার নীতি ভ্রষ্ট হৈ
সমুত্ত যি ধৰ্ম্ম আচরন করে তাকে উপ ধৰ্ম্ম বোলে, সেই
ধৰ্ম্মতো গতি লাভ নহয় । শাস্ত্রের মত খণ্ডন কৰি নিজ
মনে পাক্তি যি ধৰ্ম্ম করে সেয়ে ছল ধৰ্ম্ম তার দ্বারাও
গতি নহয় । নিজের স্বভাবিক মতকে স্থির কৰি যি ধৰ্ম্ম করে
সেয়ে আভাস ধৰ্ম্ম, এই ধৰ্ম্মতো গতি নহয় । এতেকে
সাধুর সঙ্গত পরমার্থ বিচারত আত্ম তত্ত্ব বুজি নাম কীর্তন
কৰিলেই যুগ ধৰ্ম্ম হয় এই ধৰ্ম্মকে ধৰিলেই ব্রাহ্মনৰ পৰা
চাণ্ডাল পর্য্যন্ত গতি লাভ হয় ।

ভগবন্ত যুগে ২ অৱতাব হৈ কৃষ্ণ অৱতাবত ভক্তি
প্রচার হেতু ১২ বৈষ্ণৱ, চৌধ পারিষদ, ছয় ভক্ত,
বৈকুণ্ঠর পৰা আনি আন সকলক ভক্তি শিক্ষা দিছিল
সেই অনুসাবে শ্রীশঙ্কর মাধৱ দেৱর দিবসতো সেই কৃষ্ণ
সেই ভক্ত আহি ধৰ্ম্ম রাজ্য স্থাপন কৰিছিল । তার
পাছত ধৰ্ম্মর আচার্য্য ঠায়ে ঠায়ে পাতি যি ধৰ্ম্মর
দোকান স্থাপন কৰি থৈ গৈছে সেই ধৰ্ম্ম সত্ত্বে অদ্যাপি
সেই গুরু সেই ভক্ত সেই ভক্তি বুলি দৃঢ় বিশ্বাসে ভক্তি কৰি-
লেই অসার সং সাধৱ পৰা উদ্ধার হৈ বৈকুণ্ঠ স্থান পাব
আর পুনৰ জন্ম নহয় ।

ইতি সমাপ্ত

১৮৪৯ সন

কার্তিক

জাননী ।

আমর ওচরত ইংবাজী, বঙ্গলা, অসমীয়। সকলো
নকমর স্কুলর পুথি আরু ধর্ম সম্বন্ধীয় ঘোষা, কৌন্তন,
দশম, বজ্জারলী, ভাবত, পুরাণ, গীতা, ভাগবত, উপন্যাস
নাটক বেঙ্গালী পুথিকে আদি কবি যিমান পুথি ছপা হৈ
ওলাইছে তারং বোর আগার ওচরত আছে। যাক
যি লাগে আগালৈ লেখিলেই পাব।

বৈষ্ণব মাল্য বা বস্তু প্রকাশ (ছপা হৈছে)

ভক্তি তত্ত্ব দর্পণর লগতে ইয়ার এখনিও কিনি লক। দাম
আঠ অনা মাত্র। এই পুথি খনি ললে শরণ, ভজন,
ভক্তি, একো বুজিবলৈ বাকী নেথাকে ভক্তিব সকলো
কথা বুজি আউল ভকতর ধন মূল বস্তু মাল্য জপ্যকে
আদি করি সকলো পাব। ভক্তি তত্ত্ব দর্পণ আরু বৈষ্ণব
মাল্য এই দুই খনি পুথি পাঠ করি যি বুজি লয় তার আরু
যম অধিকার হব নোরায়ে

পোষান ঠিকনা—শ্রীভীর্ষনাথ গোস্বামী,
জেমারেল এজেক্টী ধলর মত্ৰ পোঃ আঃ
মোরহাট গাঙ্গাম।